POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ (المائدہ:7)

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যখন তোমরা নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হও তখন তোমরা ধৌত কর তোমাদের মুখমণ্ডল এবং তোমাদের হস্ত কনুই পর্যন্ত এবং তোমরা (সিক্ত হস্ত দ্বারা) তোমাদের মস্তক মুছিয়া ফেল এবং (ধৌত কর) তোমাদের পা গিরা পর্যন্ত।

(সূরা আল মায়েদা: ৭)

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ وَعَلٰی عَبْدِہِ الْمَسِیْحِ الْمَوْعُوْد
وَلَقَدْ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّۃٌ

খণ্ড 6

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫৭৫ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 18

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

6 মে, 2021 ● 23 রমযান 1442 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

১২৪৩) হযরত উম্মুল আলা, যিনি একজন আনসারী মহিলা ছিলেন এবং নবী (সা.)-এর বয়আত করেছিলেন, তিনি বলেন,'মুহাজিরদেরকে লটারির মাধ্যমে বিতরণ করে দেওয়া হল। হযরত উসমান বিন মাযউন (রা.) আমাদের ভাগে আসেন, আমরা তাঁকে বাড়িতে অতিথি হিসেবে রাখি। এরপর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, আর এতে তিনি মারা যান। মৃত্যুর পর যখন তাকে গোসল দেওয়া হল আর নিজের পরিধানেই কাফন দেওয়া হল, তখন রসুলুল্লাহ্ (সা.) ভিতরে এলেন। আমি বললাম: হে আবু আসসায়েব! (উসমান বিন মাযউন)! তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র কৃপা হোক। তোমার বিষয়ে আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে সম্মান দান করেছেন। নবী (সা.) বললেন: তুমি কি জান আল্লাহ তাঁকে সম্মান দান করেছেন? আমি বললাম:'হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গিত হোক, তবে আল্লাহ্ আর কাকে সম্মান দান করবেন? তিনি (সা.) বললেন: তার মৃত্যু হয়েছে, আর আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, আমি তার জন্য কেবল মঙ্গলের আশাই করি আর আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, যদিও আমি আল্লাহ্‌র রসূল, কিন্তু আমিও জানি না যে আমার সঙ্গে কি আচরণ করা হবে। হযরত উম্মুল আলা (রা.) বলতেন: খোদার নামে শপথ করে বলছি, এরপর আমি কোনও ব্যক্তির সম্পর্কে বলব না যে সে পবিত্র।

(সহী বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুল জানায়েয, কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত)

ভয়াবহ ধর্মবিশ্বাস ও ভ্রান্ত চিন্তাধারা তাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে, যেগুলিকে দূর করার উদ্দেশ্যে এবং সেগুলির স্থানে শান্তিপূর্ণ মতবাদ প্রতিষ্ঠাই আমার জামাতের মূল উদ্দেশ্য।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

এই জগত, এর সম্পর্ক ও প্রভাব থেকে আমি সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন। জাগতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে মৃতের সঙ্গে আমার তুলনা করা যায়। আমি কেবল ধর্মের প্রতি উৎসর্গিত আর আমার সামগ্রিক কার্যকলাপ প্রকৃতিগতভাবে ধর্মীয়-যেমনটি ইসলামে অতীতের বুজুর্গ ও পুণ্যাত্মাদের ক্ষেত্রে হয়ে এসেছে। আমার লক্ষ্য নতুন কোন উদ্ভাবন নয়; আমার কাজ হল সেই সমস্ত ধর্মীয় পন্থাকে দূর করা যেগুলি মানুষের জন্য সমস্ত দিক থেকে বিপদের; সেগুলিকে তার হৃদয় থেকে দূর করাই হল আমার প্রকৃত লক্ষ্য ও অভিপ্রায়। যেমন, কিছু নির্বোধ ব্যক্তির বিশ্বাস, ভিন জাতি ও কাফেরদের সম্পদ চুরি করা বৈধ কাজ। শুধু তাই নয়, নিজেদের সুপ্ত বাসনা চরিতার্থ করতে এবং সেটিকে বৈধতা দিতে সেই অনুসারে তারা অসংখ্য মনগড়া হাদীসও তৈরী করে ফেলেছে। এরা এই মতবাদেও বিশ্বাসী যে হযরত ঈসা (আ.), যাঁর পুনরাবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, তিনি নাকি সংহিংসতা তথা রক্তপাতে লিপ্ত হবেন। অথচ বলপ্রয়োগের ধর্ম কোন ধর্মই নয়। মোটকথা এই ধরণের ভয়াবহ ধর্মবিশ্বাস ও ভ্রান্ত চিন্তাধারা তাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে, যেগুলিকে দূর করার উদ্দেশ্যে এবং সেগুলির স্থানে শান্তিপূর্ণ মতবাদ প্রতিষ্ঠাই আমার জামাতের মূল উদ্দেশ্য। যেমনটি চিরকাল হয়ে এসেছে, বস্তবাদিরা সব সময় ঐশী সংস্কারক, সাধু পুরুষ এবং সদুপদেশ দানকারীদের বিরোধিতাই করে এসেছে। তদনুরূপ আচরণ আমার সঙ্গেও হয়েছে, বিরুদ্ধবাদীরা কেবল অপবাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করেছে। এমনকি আমার ক্ষতি সাধন করতে সরকারকে পর্যন্ত ভুল তথ্য দিয়েছে, যার মাধ্যমে দাবি করেছে যে আমি একজন নৈরাজ্যবাদী যে কিনা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অভিপ্রায় রাখে! এদের এমন আচরণ আবশ্যক ছিল, কেননা নির্বোধরা তাদের হিতৈষী অর্থাৎ আম্বিয়া ও তাঁর উত্তরসূরিদের সঙ্গে সর্বদা, সকলযুগে এমন আচরণই করেছে। কিন্তু খোদা তা'লা মানুষকে বিবেক দান করেছেন আর সরকারি কর্মকর্তারা এমন লোকদের প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক অবগত আছে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৮৩)

যে শোক পালন করা মৃত্যুর নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়, তা নবীর মর্যাদা পরিপন্থী।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা ইউসুফের ৮৫ নং আয়াত

يَاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ

এর ব্যাখ্যায় বলেন: اِبْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ দুঃখের কারণে তাঁর চোখদুটি সাদা হয়ে গেল- এ নিয়ে অনেক মতবিরোধ আছে। ব্যাখ্যাকারকগণ বলেন, তাঁর চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছিল আর তাঁর চোখ পুরোপুরি সাদা হয়ে গিয়েছিল। সাদা কেন হয়েছিল তা নিয়ে এদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। অনেকে লেখেন, কেঁদে কেঁদে চোখ সাদা হয়েছিল। ক্রন্দনের এই সীমা সম্পর্কে কেউ লিখেছে চল্লিশ বছর আবার কেউ লিখেছে ৮১ বছর। অনেকে লিখেছে, দ্বিতীয় পুত্রের সংবাদ শুনে শোকে দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকে, এই ভেবে যে এবার তো দ্বিতীয় পুত্রও দূরে চলে গেল।

আসলে 'ইবইয়াযযা'-র একটিও অর্থ এমন নেই যার দ্বারা অন্ধ হওয়া বোঝানো যেতে পারে। অর্থকে অতিরঞ্জিত করে এর অর্থ করা হয়েছে।

আমি বলি যে, যেখানে অভিধানে 'ইবইযযা'র অর্থ অন্ধ হওয়া নেই, সেখানে 'ইবইযযাত'-এর অর্থ অশ্রু সজল হওয়া করলে কেমন হয়? যেহেতু পানি এবং দুধকে একত্রে 'আবইয়াযান' শব্দ দ্বারা প্রয়োগ করে আরবী ভাষার যে প্রবাদ রচিত হয়, তার বহুল প্রচলন আছে। আর স্পষ্টতই চোখ পানিতে পূর্ণ হওয়ার অর্থ অশ্রু সজল হওয়া এবং অন্যান্য অর্থকে দৃষ্টিপটে রেখে আমরা বলতে পারি যে,তাঁর চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়েছে অর্থাৎ প্রচুর অশ্রুপাত ঘটেছে।

আমি একথাও বলি যে, যদি 'ইবইয়াযযাত' -এর যদি ভাবার্থই করতে হয়, তবে সেটিই করা

(শেষাংশ ২ পাতায়..)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২৬ শে মার্চ, ২০২১
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত জার্মানী, মে ও জুন (২০১৫)
আয়ারল্যাণ্ড, ২০১৪ (সেপ্টেম্বর)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

(১ম পাতার শেষাংশ...)

বাঞ্ছনীয় যা সর্বোৎকৃষ্ট। অর্থাৎ দুঃখের ভারে তাঁর চোখ ছলছল করে উঠল। আর দুঃখের সময় মানুষের চোখ ছলছল করে, যদি না সেই দুঃখ দীর্ঘস্থায়ী হয়।

اِبۡيَضَّتۡ عَيۡنٰهُ مِنَ الۡحُزۡنِ -এর অর্থ প্রচণ্ড দুঃখে নিপতিত হওয়াকেও বোঝায়। কাজেই এই অর্থ থাকতে অন্য কোন অর্থ করা চমৎকার প্রিয়তাই বলা হবে, কুরআন যার মুখাপেক্ষী নয়। আর এর অব্যবহিত পরেই আল্লাহ্ তা'লা 'ওয়া হুয়া কাযীম' শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ হল হযরত ইয়াকুব (আ.) নিজের দুঃখ প্রশমন করতে সক্ষম হয়েছেন। তাই এটা কি করে মেনে নেওয়া যায় যে তিনি কেঁদে কেঁদে নিজের চোখ নষ্ট করে ফেলেছেন? যে ব্যক্তি কেঁদে কেঁদে চোখ নষ্ট করে ফেলে, তাকে তো আর দুঃখ প্রশমনকারী বলা যায় না। যদি অভিধানে 'ইবইয়াযযা'-র অর্থ কেঁদে কেঁদে চোখ অন্ধ করে নেওয়াও থাকত, তবুও উক্ত শব্দটির উপস্থিতিতে এক্ষেত্রে তা প্রয়োগ হত না।

এছাড়া হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর এই কথা কুরআন উদ্ধৃত করেছে, যেখানে তিনি বলেছেন,'ফাসাবরুন জামীল'- আমি ধৈর্য ধারণের উত্তম দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করব। যদি তিনি কেঁদে কেঁদে চোখ নষ্ট করে ফেলেছিলেন, তবে ধৈর্য ধারণের উত্তম দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের দাবি কিভাবে করতে পারতেন?

একটি হাদীস থেকে ধৈর্যের অর্থ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। বর্ণিত আছে যে রসূলুল্লাহ্ (সা.) এক মহিলাকে তার পুত্রের কবরে পাশে কাঁদতে দেখে বললেন, ধৈর্য ধারণ কর। মহিলা উত্তর করল, যদি তোমার ছেলে মারা যেত, তুমি কিভাবে ধৈর্য রাখতে? বর্ণনা থেকে প্রতিভাত হয় যে উপদেশদানকারী যে স্বয়ং রসুলুল্লাহ্ (সা.), তা সেই মহিলার জানা ছিল না। তিনি সেই মহিলার কথা শুনে বললেন, আমার তো এগারোজন সন্তান মারা গিয়েছে, কিন্তু আমি ধৈর্য রেখেছি। একথা বলে তিনি প্রস্থান করলেন। পরে লোকেরা যখন তাকে ভর্ৎসনা করল, তারা বলল, তুমি নবী করীম (সা.) কে এমন আজেবাজে উত্তর দিয়েছ। তখন সে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি আপনাকে চিনতে পারি নি। আমি ধৈর্য রেখেছি। আঁ হযরত (সা.) উত্তর দিলেন, اَلصَّبۡرُ لِاَوَّلِ وَهۡلَةٍ ধৈর্য ধরা হয় বিপদের প্রথম আঘাতের সময়। পরে তো সকলেই শান্ত হয়ে যায়। কাজেই কয়েক ঘন্টা কান্নাকাটি করার পর শান্ত হওয়াতেও যদি কোন মানুষকে ধৈর্যহীন আখ্যায়িত হতে হয়, তবে চল্লিশ বছর বিলাপকারী ব্যক্তি কোন মুখে সর্বোত্তম ধৈর্য ধারণের দাবি করতে পারে?

আসল কথা হল দুঃখ-পরিস্থিতিকে এমন দীর্ঘায়িত করা যা মানুষকে অকেজো করে দেয়, সেটিকেই হা হুতাশ বলা হয়, মানুষের সামনে তা প্রকাশ পাক বা না পাক। আর এটি অপছন্দনীয় পন্থা। যে শোক পালন করা মৃত্যুর নামান্তর, তা নবীর মর্যাদা পরিপন্থী। যদি তিনি কাঁদতেই থাকতেন, তবে কিভাবে ধর্মের সেবা করতেন? কাজেই রূপক অর্থের ক্ষেত্রেও সেই অর্থই গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় যা হযরত ইয়াকুব (আ.) এর মর্যাদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেই অর্থ মোটেই গ্রহণ যোগ্য নয় যা একজন সাধারণ মোমেনের মর্যাদার থেকে নিম্নতর।

(তফসীর কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৪৯)

(রিপোর্ট শেষ পাতার পর...)

২৪ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৪

এরপর মূল অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। হুযুর আনোয়ার কনফারেন্স হলে আসেন, যেখানে কুড়ি জনের অধিক সংসদ সদস্য ও সেনেটর তাঁর অপেক্ষায় ছিলেন।

এক সাংসদ সদস্য হুযুর আনোয়ারের নিকট নিবেদন করেন যে, জামাত আহমদীয়া যেভাবে মানবীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপর, তা অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। একথা আমি গভীরে গিয়ে জেনেছি। ডাবলিন বড় শহর আর এদেশের রাজধানীও বটে, তাই আপনাদের প্রথম মসজিদ এখানেই হওয়া উচিত ছিল।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমরা ইনশাআল্লাহ্ খুব শীঘ্রই ডাবলিনেও মসজিদ তৈরী করব। এখানেও মসজিদ উদ্বোধন করব।

জামাত প্রসঙ্গে একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন- আহমদীয়া কমিউনিটি ইসলামের একটি অংশ, আর জামাত আহমদীয়াই হল প্রকৃত ইসলাম।

আঁ হযরত (সা.) শেষ যুগে একজন সংস্কারকের আগমণের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যিনি ধর্মকে তার মূল ভিত্তি উপর প্রতিষ্ঠিত করবেন। এবং সকলকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার দিকে আহ্বান করবেন এবং একত্রিত করবেন।

এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি মসীহ ও মাহদী হওয়ার দাবি করেছেন এবং জামাতে আহমদীয়ার ভিত রচনা করেছেন, অন্যান্য মুসলমান ফির্কাগুলিকে যেটিকে প্রত্যাখ্যান করছে। তারা আমাদেরকে ধর্মীয় কারণে নির্যাতন করছে। বিশেষ করে পাকিস্তানে আমাদের উপর নির্যাতন ক্রমশ দীর্ঘায়িত হচ্ছে, সেখানে আহমদীদেরকে শহীদ করা হচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, সম্প্রতি দুই দিন পূর্বেই একজন আহমদী চিকিৎসককে সিন্ধ প্রদেশে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। এই সব অত্যাচার এবং সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিধিনিষেধের কারণে আমাদের কেন্দ্র পাকিস্তান থেকে লন্ডনে স্থানান্তরিত হয়েছে। আমার পূর্বের যে খলীফাতুল মসীহ ছিলেন, তিনি পাকিস্তান থেকে হিজরত করে লন্ডনে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই কারণে আমিও লন্ডনে থাকি। জামাত আহমদীয়ার প্রধানকে খলীফাতুল মসীহ বলা হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমরা ইসলামের প্রচার এবং পৃথিবীকে ইসলামের অপূর্ব সুন্দর শিক্ষা, ইসলামের শান্তি ও নিরাপত্তার বাণী পৌছানোর পাশাপাশি জনকল্যাণমূলক কাজও করে থাকি। মানবীয় সহানুভূতির ভিত্তিতে আমাদের অনেকগুলি প্রকল্প চালু আছে। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলিতে, আফ্রিকার দারিদ্র নিপীড়িত দেশগুলিতে আমাদের স্কুল,হাসপাতাল চলছে, সেখানে পরিস্কার পানীয় জল ও বিদ্যুত সরবরাহ করা এবং মানুষকে স্বাবলম্বী গড়ে তোলার এবং অসহায়দের সহায়তা করার বিভিন্ন প্রকল্প চলছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, লোকে আমাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করল বা আমাদের জন্য কি কি সমস্যা সৃষ্টি করল, সে সব না দেখে, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমরা সকলের সমানভাবে সেবা করে থাকি।

পাকিস্তান ছাড়াও বাংলাদেশ, ইন্ডোনেশিয়া, মালেয়েশিয়া এবং আরও অন্যান্য দেশেও আমাদের উপর নির্যাতন হয়। কিন্তু আমরা সেই সব দেশেও অভাবীদের সেবা করে থাকি।

জিহাদ প্রসঙ্গে কথা উঠলে হুযুর আনোয়ার বলেন, আমরা জিহাদের সেই অর্থ নিই না যা অন্যান্য মুসলমানেরা নিয়ে থাকে। আমাদের বিশ্বাস, একটি বড় জিহাদ হল নিজেদের মধ্যে এক পবিত্র পরিবর্তন সাধন করা, নিজেদের কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা। এছাড়াও রয়েছে প্রচারের জিহাদ। শান্তি, সহনশীলতার বাণী পোঁছে দেওয়ার জিহাদ।

এক সাংসদ সদস্যা প্রশ্ন করেন যে, অন্যান্য অ-আহমদী নেতাদের সঙ্গে কি আপনার যোগাযোগ হয় বা কোন স্থানে আপনারা একত্রিত হন?

হুযুর আনোয়ার উত্তরে বলেন- আমরা তো চাই, এমনটি হোক। আমাদের মধ্যেকার ঐক্যপূর্ণ বিষয়ে সংহতি তৈরী হোক, যেমন-এক খোদা, এক নবী। এ বিষয়ের উপর আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি, কিন্তু তাদের নেতাদের পক্ষ থেকে কোন ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায় না, তারা আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চায় না।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি যদি সে রকম কোন প্লাটফর্ম দিতে পারেন যেখানে আমরা মুসলিম নেতারা একত্রিত হতে পারি, তবে আমরা তো কথা বলার জন্য প্রস্তুত, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট, যারাই শান্তি, ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে চাই, আমরা তাদের সঙ্গে মিলে কাজ করতে প্রস্তুত আছি।

(ক্রমশ.....)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

যতক্ষণ না প্রিয় থেকে প্রিয়তর বস্তুকে ব্যয় করবে, ততক্ষণ খোদার নৈকট্যভাজন হওয়ার মর্যদা লাভ হতে পারে না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড , পৃ: ৬৪)

দোয়াপ্রার্থী: Begum Aseya Khatun, Harhari (Murshidabad)

জুমআর খুতবা

আমার আগমণের উদ্দেশ্য কেবল ইসলামের সংস্কার এবং সমর্থন করা।

কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য হলো, ধর্মের সংস্কার করা এবং ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা পৃথিবীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

---

23 শে মার্চ, হযরত মসীহ মওউদ দিবস উপলক্ষ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র লেখনীর আলোকে তাঁর আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা, উদ্দেশ্যাবলী এবং তাঁর সত্যতা নিয়ে আলোচনা।

"খোদার ঐ ওহী যা আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তা এরূপ অকাট্য ও সুনিশ্চিত যে, এর মাধ্যমে আমি আমার খোদাকে লাভ করেছি। সেই ওহী কেবলমাত্র ঐশী নিদর্শনের মাধ্যমে 'হাক্কুল ইয়াকিন' (তথা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রসূত বিশ্বাসের) পর্যায়ে পৌঁছে নি, বরং এর প্রতিটি অংশ যখন খোদা তা'লার বাণী কুরআন শরীফের সাথে যাচাই করে দেখা হলো, তখন তা কুরআন শরীফ অনুযায়ী সত্য প্রমাণিত হলো। আর এর সত্যায়নের জন্য স্বর্গীয় নিদর্শন বারিধারার ন্যায় বর্ষিত হয়েছে।" [হযরত মসীহ মওউদ (আ.)]

"আমি মহাপরাক্রমশালী খোদার কসম খেয়ে বলছি, আমি তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি। তিনি ভালো করে জানেন, আমি মিথ্যাবাদী ও প্রতারক নই। খোদা তা'লার নামে আমার কসম খাওয়া এবং সেসব নিদর্শন, যা তিনি আমার সমর্থনে প্রকাশ করেছেন, তা দেখার পরও যদি তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী এবং প্রতারক বল, তবে আমি খোদা তা'লার কসম দিয়ে বলছি, এমন কোন প্রতারকের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন কর যে-কিনা প্রতিদিন-প্রতিনিয়ত আল্লাহ্ তা'লার প্রতি মিথ্যারোপ ও প্রতারণা করা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তার সাহায্য-সহযোগিতা করা অব্যাহত রাখবেন।" [হযরত মসীহ মওউদ (আ.)]

আজ পৃথিবীতে প্রসারলাভকারী জামাত আহমদীয়া কি এবিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ নয় যে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গে আছেন!

"আমি যদি মহানবী (সা.)-এর উম্মত না হতাম এবং তাঁর আনুগত্য না করতাম তাহলে আমার কর্ম পৃথিবীর তাবৎ পাহাড়সম হলেও কখনোই আমি এই কথোপকথন ও বাক্যালাপের মর্যাদা লাভ করতে পারতাম না। কেননা মুহাম্মদী নবুয়্যত ব্যতীত অন্য সকল নবুয়্যতের পথ এখন রুদ্ধ। শরীয়তবাহী কোন নবী এখন আর আসতে পারে না তবে শরীয়তবিহীন নবী হতে পারে, কিন্তু শর্ত হলো প্রথমে তাকে উম্মতী হতে হবে।" [হযরত মসীহ মওউদ (আ.)]

খোদা আমাকে যে কাজের জন্য প্রেরণ করেছেন তা হলো- খোদা এবং তাঁর সৃষ্টির সম্পর্কের মাঝে যে পঙ্কিলতা দেখা দিয়েছে আমি যেন তা দূর করে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করি এবং সত্যের বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে ধর্মযুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে সম্প্রীতি ও মিমাংসার ভিত্তি রচনা করি, আর সেই সব ধর্মীয় সত্য যা বিশ্ববাসীর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে, সেগুলোকে প্রকাশ করি এবং সেই আধ্যাত্মিকতা, যা প্রবৃত্তির অমানিশায় চাপা পড়ে গেছে, সেটির দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করি, আর খোদার শক্তিসমূহ, যা মানুষের মাঝে প্রবিষ্ট হয়ে খোদানুরাগ বা দোয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পায়, সেটির অবস্থা কেবল কথায় নয়, বরং কাজের মাধ্যমেও তুলে ধরি। এছাড়া সবচেয়ে বড় বিষয় হলো সেই বিশুদ্ধ ও দ্যুতিময় তৌহীদ, যা সকল প্রকার শিরকের অপবিত্রতা থেকে মুক্ত আর যা এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, সেটির চারা যেন জাতির মাঝে পুনরায় রোপন করি।" [হযরত মসীহ মওউদ (আ.)]

আলজেরিয়া ও পাকিস্তানে আহমদীদের বিরোধিতাকে দৃষ্টিতে রেখে বিশেষ দোয়ার আহ্বান এবং আহমদীদেরকে হুকুকুল্লাহ্ এবং হুকুকুল ইবাদের বিষয়ে যত্নবান থেকে খোদার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করার উপদেশ।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, প্রদত্ত ২৬ শে মার্চ ,, ২০২১, এর জুমুআর খুতবা (২৬ আমান, ১৪০০ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ-

অর্থাৎ, তিনিই সেই সত্তা, যিনি উম্মীদের মাঝে তাদেরই মধ্য হতে একজন রসূল আবির্ভূত করেছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে এবং তাদেরকে পবিত্র করে আর তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞার শিক্ষা দেয়, যদিও ইতিপূর্বে তারা প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে নিপতিত ছিল।

(সূরা আল্ জুমুআ: ৩)

وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ আর তাদের মধ্য হতে অন্যদের প্রতিও তাকে আবির্ভূত করেছেন যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয় নি। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। (সূরা আল্ জুমআ: ৪)

দু'তিন দিন পূর্বে ২৩শে মার্চের দিন গত হয়েছে। এদিন জামা'তের ভিত্তি রচিত হয় এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বয়আত গ্রহণ (আরম্ভ) করেন; এ দৃষ্টিকোণ থেকে আহমদীয়া জামা'তে এই দিবসটি স্মরণীয়। কাজেই, প্রতিবছর এ দিনটি আমাদেরকে এই বিষয়টি স্মরণ করানোর একটি উপলক্ষ্য হওয়া উচিত যে, কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য হলো, ধর্মের সংস্কার করা এবং ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা পৃথিবীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। আমরা যারা তাঁর বয়আতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবি করি, আমাদেরকেও এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদনের নিমিত্তে স্ব-স্ব যোগ্যতানুসারে এতে অংশীদার হতে হবে, খোদা তা'লার সাথে পথভ্রষ্ট মানবতার সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে এবং পরস্পরের অধিকার প্রদানের প্রতি বান্দাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে। একথা স্পষ্ট যে, এর জন্য সর্বপ্রথম আমাদের নিজেদের আত্মসংশোধন করতে হবে।

যাহোক, এখন আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কতিপয় উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব, যাতে তাঁর আগমনের প্রয়োজনীয়তা, উদ্দেশ্য

এবং ইতিপূর্বে কুরআনে উল্লিখিত ও মহানবী (সা.)-কর্তৃক বর্ণিত বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী কীভাবে পূর্ণ হয়েছে এবং হচ্ছে- তার উল্লেখ রয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে তাঁর সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়া জামা'তের সদস্যদের মাঝে সেই পবিত্র পরিবর্তন সাধিত হওয়া সম্পর্কেও উল্লেখ করব যা তিনি (আ.) বলে গেছেন, যে পবিত্র পরিবর্তন সাহাবীদের জীবনে এসেছিল। এছাড়া তিনি (আ.) সেসব দুঃখ-কষ্টের কথাও উল্লেখ করেছেন, যা সাহাবীদের ভোগ করতে হয়েছে আর বর্তমানে জামা'তের সদস্যরাও এর সম্মুখীন। অতএব, আমাদের সর্বদা এই বিষয়গুলোকে দৃষ্টিপটে রাখা উচিত, যেন আমরা জামা'ত হিসাবে অধঃপতিত হওয়ার পরিবর্তে উন্নতি করতে সক্ষম হই। তিনি (আ.) তাঁর আবির্ভাব ও সত্যতা সম্পর্কে খোদা তা'লাকে সাক্ষী রেখে ঘোষণা প্রদান করেছেন, যা নিশ্চিতরূপে আমাদের ঈমানকে সুদৃঢ় করে। আমরা যদি এ বিষয়গুলো চর্চা করতে থাকি এবং সর্বদা সামনে রাখি তাহলে নিশ্চয়ই এগুলো আমাদের ঈমানে উন্নতির কারণ হতে থাকবে আর আমাদেরকে আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকবে। যাহোক, আমি যেমনটি বলেছি, সে অনুসারে কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি, যেগুলো (আমাদের) নিজেদের জন্যও (গুরুত্বপূর্ণ) আর অন্যদের জন্যও, যাদের তিনি সত্যের বাণী পৌঁছাচ্ছেন এবং যা তাঁর প্রতিশ্রুত মসীহ্ হওয়ার বিষয়টিকে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট করছে।

আমি যে আয়াতগুলো পাঠ করেছি, এর ব্যাখ্যায় এক স্থানে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "এই আয়াতের সারকথা হলো, আল্লাহ্ তা'লা হলেন সেই খোদা যিনি (স্বীয়) রসূলকে এমন সময়ে প্রেরণ করেছেন যখন মানুষ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা হতে রিক্তহস্ত হয়ে গিয়েছিল আর প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ ধর্মীয় জ্ঞান, যার মাধ্যমে মানবজীবন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় এবং মানব প্রকৃতি জ্ঞান ও কর্মের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ লাভ করতে পারে, তা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, আর মানুষ ভ্রষ্টতায় নিপতিত ছিল। অর্থাৎ আল্লাহ্ এবং তাঁর সীরাতে মুস্তাকিম তথা সোজাসরল পথ থেকে তারা যোজন যোজন দূরে ছিটকে পড়েছিল। ফলে, এমন সময়ে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর উম্মী (নিরক্ষর) রসূলকে প্রেরণ করেছেন। আর সেই রসূল তাদের অন্তরাত্মাকে পবিত্র করেছেন এবং কিতাবের জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় তাদের পরিপূর্ণ করেছেন। অর্থাৎ নিদর্শন এবং মো'জেযার মাধ্যমে তাদেরকে দৃঢ় বিশ্বাসের পরম মার্গে উপনীত করেছেন আর খোদা দর্শনের জ্যোতিতে তাদের হৃদয়কে জ্যোতির্মণ্ডিত করেছেন। এরপর তিনি বলেন, আরেকটি জামা'ত আছে যা শেষযুগে আত্মপ্রকাশ করবে। তারাও প্রথমে অমানিশা ও পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত থাকবে এবং জ্ঞান, প্রজ্ঞা আর দৃঢ়বিশ্বাস থেকে যোজন যোজন দূরে থাকবে। তখন খোদা তা'লা তাদেরকেও সাহাবীদের রঙে রঙীন করবেন। অর্থাৎ সাহাবীরা যা কিছু দেখেছেন, তা তাদেরকেও দেখানো হবে। এমনকি তাদের নিষ্ঠা এবং বিশ্বাসও সাহাবীদের নিষ্ঠা এবং বিশ্বাসের রূপ পরিগ্রহ করবে।"

অতএব এই হলো সেই দৃঢ়বিশ্বাস যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের পর তাঁর সত্যতা সম্পর্কে আমাদের লাভ হওয়া উচিত। আমাদের ঈমানী অবস্থা এমন হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ঈমান, মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান এবং ইসলামের সত্যতার প্রতি আমাদের সেই রূপই ঈমান ও দৃঢ়বিশ্বাস থাকা উচিত যেরূপ (ঈমান ও বিশ্বাস) সাহাবীদের ছিল। সাহাবীদের জীবনচরিত বর্ণনা করতে গিয়ে, যেমনটি আজকাল আমি খুতবায় তুলে ধরছি, তাদের বহু দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে, তিনি (আ.) বলেন, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সালমান ফাসী-র কাঁধে হাত রেখে বলেন, 'লাও কানাল ঈমানু মুআল্লাকান বিস্সুরাইয়া লানালাহু রাজুলুম্ মিন ফারেস'। অর্থাৎ যদি ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রেও অর্থাৎ আকাশেও উঠে যায় তবুও পারস্য বংশীয় এক ব্যক্তি তা ফিরিয়ে আনবেন। এখানে তিনি এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, শেষযুগে পারশ্য বংশীয় এক ব্যক্তির জন্ম হবে। সেই যুগে, যে যুগ সম্পর্কে লেখা আছে যে, কুরআনকে আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হবে, সে যুগই মসীহ্ মওউদের আবির্ভাবের যুগ। অর্থাৎ মানুষ ইসলামী শিক্ষা ও কুরআনী শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যাবে। আর এই পারস্য বংশীয় ব্যক্তি তিনিই, যার নাম (রাখা হয়েছে) মসীহ্ মওউদ। কেননা ক্রুশীয় আক্রমণ, যা প্রতিহত করার জন্য মসীহ্ মওউদ-এর আগমন হওয়ার কথা, সেই আক্রমণ মূলত ঈমানের ওপরই। আর এই সমস্ত লক্ষণাবলী ক্রুশীয় আক্রমণের যুগকে কেন্দ্র করেই বর্ণনা করা হয়েছে এবং লেখা আছে যে, মানুষের ঈমানের ওপর উক্ত আক্রমণের অনেক ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে। আর সে যুগে, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগ ছিল, তাঁর জীবদ্দশায় এসব ভয়াবহ হামলা হচ্ছিল, বরং (তাঁর দাবির) দীর্ঘদিন পর পর্যন্ত এসব ভয়াবহ হামলা অব্যাহত থাকে আর ইতিহাস এ কথার সাক্ষী। তিনি বলেন, এটি সেই হামলা যেটিকে অন্যভাবে দাজ্জালী হামলা বলা হয়। আসার বা হাদীসে উল্লেখ আছে যে, সেই দাজ্জালী হামলার সময় অনেক নির্বোধ এক-অদ্বিতীয় খোদাকে পরিত্যাগ করবে আর বহু লোকের ঈমানী ভালোবাসা উবে যাবে। আর মসীহ্ মওউদ-এর খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ হবে ঈমানকে পুনরুজ্জীবিত করা, কেননা ঈমানের ওপরই হামলা করা হবে। আর পারস্য বংশীয় ব্যক্তি সম্পর্কে 'লাও কানাল ঈমানু' হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সেই পারস্য বংশীয় ব্যক্তি ঈমানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্যই আসবেন। অতএব যেখানে মসীহ্ মওউদ এবং পারস্য বংশীয় ব্যক্তির যুগ এক ও অভিন্ন আর কাজও একই, অর্থাৎ ঈমানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, তাই সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, মসীহ্ মওউদ পারস্য বংশীয় হবেন। আর وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ আয়াত তাঁর জামা'ত সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। এই আয়াতের মর্মকথা হলো, চরম ভ্রষ্টতার পর হেদায়েত ও প্রজ্ঞা লাভকারী আর মহানবী (সা.)-এর নিদর্শনাবলী এবং কল্যাণরাজি প্রত্যক্ষকারী কেবল দু'টো জামা'ত বা দল রয়েছে। প্রথমটি হলো, মহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণের জামা'ত, যারা মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে চরম অমানিশায় নিমজ্জিত ছিলেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তারা মহানবী (সা.)-এর যুগ লাভ করেন এবং স্বচক্ষে অলৌকিক নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করেন আর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ (পূর্ণ হতে) দেখেন। একীন বা বিশ্বাস তাদের মাঝে এমন এক বিপ্লব সাধন করে যেন তাদের কেবল আত্মা-ই অবশিষ্ট রয়ে যায়। আর উপরোল্লিখিত আয়াত অনুসারে সাহাবীদের অনুরূপ দ্বিতীয় জামা'তটি হলো, মসীহ্ মওউদের জামা'ত। কেননা এই জামা'তটিও সাহাবীদের মতো মহানবী (সা.)-এর নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষকারী এবং অমানিশা ও পথভ্রষ্টতার পর হেদায়েত লাভকারী দল। আর 'আখারীনা মিনহুম' আয়াতে এই দলকে যে 'মিনহুম'-এর সম্পদে অর্থাৎ সাহাবীদের সদৃশ হওয়ার পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে- তা এ কথার প্রতিই ইঙ্গিত করছে।"

তিনি বলেন, বস্তুত এ যুগে এরূপই হয়েছে অর্থাৎ তেরশ' বছর পর পুনরায় মহানবী (সা.)-এর মু'জেযাসমূহের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে এবং মানুষ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে যে, দারকুতনী ও 'ফাতাওয়া ইবনে হাজর'-এর হাদীস অনুসারে রমজান মাসে 'কুসূফ' ও 'খুসূফ'-এর নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ রমজান মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়েছে এবং হাদীসে যেভাবে বর্ণিত হয়েছিল ঠিক সেভাবেই চন্দ্রগ্রহণের রাতগুলোর প্রথম রাতে চন্দ্রগ্রহণ আর সূর্যগ্রহণের দিনগুলোর মধ্যম দিনে সূর্যগ্রহণ এমন সময় সংঘটিত হয়েছে যখন ইমাম মাহদী হওয়ার দাবিকারকও বর্তমান ছিল। আর এমন ঘটনা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি অবধি কখনো সংঘটিত হয় নি, কেননা আজ অবধি কোন ব্যক্তি এর উদাহরণ ইতিহাসের পাতা থেকে প্রমাণ করতে পারে নি। সুতরাং এটি মহানবী (সা.)-এর একটি নিদর্শন ছিল, যা মানুষ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে। অতঃপর হাজার হাজার মানুষ 'যুস্ সিনীন'তারকা-ওউদিত হতে দেখেছেযার প্রকাশিত হওয়া ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের লক্ষণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছিল। অনুরূপভাবে জাভার (আগ্নেয়গিরির) অগ্নিও লক্ষ-কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে। তদ্রূপ প্লেগের প্রাদুর্ভাব এবং হজ্জব্রত পালনে নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়া সকলেই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে। বিভিন্ন দেশে রেল চলাচল আরম্ভ হওয়া ও উট বেকার হওয়া- এ সবই মহানবী (সা.)-এর নিদর্শন ছিল, যা বর্তমান যুগে সেভাবেই প্রত্যক্ষ করা হয়েছে যেমনটি সাহাবীরা (রা.) নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এ কারণেই মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ্ এই শেষ দলকে 'মিনহুম' শব্দে অভিহিত করেছেন, এদ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করাই উদ্দেশ্য যে, নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার ক্ষেত্রে তারাও সাহাবীসদৃশ। একটু ভেবে দেখ! বিগত তেরশ' বছরে 'মিনহাজুন নবুয়্যত'-এর এমন যুগ আর কারা পেয়েছে? বর্তমান যুগ, যাতে আমাদের জামা'ত গঠন করা হয়েছে, অনেক আঙ্গিকেই এই জামা'ত সাহাবীদের সাথে সাদৃশ্য রাখে। যেমন- তারা অলৌকিক নিদর্শনাবলী দেখেন যেভাবে সাহাবীরা (রা.) দেখেছেন। তারা খোদা তা'লার নিদর্শন এবং নিত্যনতুন সাহায্য-সমর্থনে আধ্যাত্মিক জ্যোতি ও বিশ্বাসে ধন্য হন যেভাবে সাহাবীরা (রা.) হয়েছেন। তারা আল্লাহ্র পথে মানুষের ঠাট্টা-বিদ্রূপ, ভর্ৎসনা ও নানাবিধ মর্মপীড়াদায়ক কটূক্তি, কটাক্ষ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার মতো কষ্ট সহ্য করছেন যেভাবে সাহাবীরা (রা.) সহ্য করেছেন। তারা খোদা তা'লার প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী আর ঐশী সাহায্য এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষায় (পরিবর্তিত) পূত-

পবিত্র জীবন লাভ করেন যেভাবে সাহাবীরা (রা.) লাভ করেছেন। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা আমাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষার মাধ্যমে পবিত্র জীবন লাভ করতে হবে, পবিত্র কুরআনের প্রতি গভীরভাবে অভিনিবেশ করতে হবে আর এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

তিনি (আ.) বলেন, "তাদের মাঝে অনেকেই রয়েছেন যারা নামাযে ক্রন্দন করেন এবং সিজদাগাহ্‌কে অশ্রুসিক্ত করেন, যেভাবে সাহাবীরা ক্রন্দন করতেন। তাদের মাঝে অনেকে এমন আছেন যারা সত্যস্বপ্ন দেখেন এবং ঐশী ইলহামের মর্যাদায় ধন্য হন, যেমনটি সাহাবীরা (রা.) হতেন। তাদের মাঝে অনেকে এমন রয়েছেন যারা তাদের কষ্টার্জিত সম্পদ কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমাদের জামা'তে ব্যয় করেন, যেভাবে সাহাবীরা (রা.) ব্যয় করতেন। তাদের মাঝে এমন বহু মানুষ পাবে যারা মৃত্যুকে স্মরণ করেন; এটিও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, মৃত্যুকে সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত। তারা কোমল হৃদয়ের অধিকারী এবং প্রকৃত তাক্বওয়ার পথে পদচারণা করেন যেরূপ সাহাবীদের (রা.) জীবনচরিত ছিল। অতএব এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা তিনি (আ.) বর্ণ না করেছেন এবং যা সর্বদা আমাদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। তারা খোদা তা'লার দল যাদেরকে খোদা স্বয়ং তত্ত্বাবধান করছেন এবং প্রতিদিন-প্রতিনিয়ত তাদের হৃদয় পবিত্র করছেন এবং তাদের হৃদয় ঈমানের প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ করে দিচ্ছেন। (অতএব আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করে দেখা উচিত যে, এ বিষয়গুলো আমাদের মাঝেও সৃষ্টি হচ্ছে কি?) আর ঐশী নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে তাদেরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করছেন যেভাবে সাহাবীদেরকে আকর্ষণ করতেন। মোটকথা এই জামা'তে সে সকল লক্ষণাবলী বিদ্যমান যা 'আখারীনা মিনহুম' শব্দের মাঝে সন্নিবেশিত রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কথা এক দিন পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল!!!"

(আইয়ামুস সুলাহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৪, পৃ: ৩০৪-৩০৭)

এরপর তিনি বলেন, এই যুগ মূলত সেই (প্রতিশ্রুত) যুগ যে যুগে খোদা তা'লা বিভিন্ন জাতিকে এক জাতিসত্তায় পরিণত করার আর সকল ধর্মীয় মতানৈক্য দূর করে অবশেষে এক ধর্মের মাঝে সবাইকে একত্রিত করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। আর এ যুগ সম্পর্কে, যা এক তরঙ্গের অপর তরঙ্গের ওপর আছড়ে পড়ার যুগ,খোদা তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন: وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا (সূরা কাহাফ: ১০০)। এই আয়াতকে পূর্বোক্ত আয়াতগুলোর সাথে মিলালে অর্থ দাঁড়ায়, যে যুগে ধর্মজগতে হৈচৈ দেখা দিবে আর এক ধর্ম অন্য ধর্মের ওপর এমনভাবে আছড়ে পড়বে যেভাবে এক ঢেউ অপর ঢেউয়ের ওপর আছড়ে পড়ে এবং একে অপরকে ধ্বংস করতে চাইবে, তখন আকাশ ও পৃথিবীর খোদা এই বিভিন্ন ধর্মের অন্তর্দ্বন্দ্বের যুগে নিজ হাতে, জাগতিক কোন প্রকার উপকরণ ছাড়াই এক নতুন সিলসিলা (জামা'ত) সৃষ্টি করবেন আর এর মাঝে এমন সবাইকে একত্রিত করবেন যারা সামর্থ্য ও সাদৃশ্য রাখে। তখন তারা বুঝবে যে, ধর্ম কী জিনিস আর তখন তাদের মাঝে জীবন এবং প্রকৃত পুণ্যের প্রেরণা ফুৎকার করা হবে আর খোদা তা'লার প্রজ্ঞার অমৃত সুধা তাদেরকে পান করানো হবে। পৃথিবীর অস্তিত্ব ততদিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকা অবশ্যম্ভাবী যতদিন পর্যন্ত সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ না হয়- যা আজ থেকে তেরশ' বছর পূর্বে পবিত্র কুরআন পৃথিবীতে প্রকাশ করেছে। খোদা তা'লা এই শেষযুগের বিষয়ে, যেখানে সকল জাতিকে একই ধর্মের মাঝে একত্রিত করা হবে, কেবল একটি নিদর্শনই বর্ণনা করেন নি, বরং পবিত্র কুরআনে আরো অনেক নিদর্শন লিপিবদ্ধ আছে। সেসব নিদর্শনের মাঝে একটি হলো, সে যুগে নদীসমূহ থেকে (খাল কেটে) অনেক জলধারা বের করা হবে। আরেকটি হলো, ভূমি থেকে সুপ্ত খনিসমূহ উদঘাটন করা হবে, অর্থাৎ খণিজ সম্পদের খনি বিপুল পরিমাণে পাওয়া যাবে এবং জাগতিক অনেক জ্ঞান উন্মোচিত হবে। আরেকটি হলো, এমন এমন উপকরণ সৃষ্টি হবে- যার মাধ্যমে ব্যাপকহারে বইপুস্তক প্রকাশিত হবে। আরেকটি হলো, সে দিনগুলোতে এমন এক বাহন আবিষ্কার হবে- যা উটকে বেকার করে দিবে আর এর মাধ্যমে পারস্পরিক সাক্ষাতের পথ সুগম হয়ে যাবে। আরেকটি হলো, পৃথিবীর মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক সহজসাধ্য হবে আর এবং একে অপরকে খুব সহজে খবরাখবর আদানপ্রদান করতে সক্ষম হবে। (আর বর্তমান যুগে আরো বেশি সহজসাধ্যতা সৃষ্টি হচ্ছে) আরেকটি হলো, সে দিনগুলোতে আকাশে একই মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হবে। আরেকটি হলো, অনন্তর পৃথিবীতে ভয়াবহ প্লেগ ছড়িয়ে পড়বে, এমনকি কোন শহর ও গ্রাম এর বাইরে থাকবে না যা মহামারি কবলিত হবে না। আর পৃথিবীতে মৃত্যুর মিছিল বের হবে এবং পৃথিবী জনমানবশূন্য হয়ে পড়বে। কতক জনপদ একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তাদের নাম-চিহ্নও থাকবে না আর অনেক জনপদ সাময়িক আযাব ভোগ করবে, এরপর অবশেষে তাদের রক্ষা করা হবে। সে সময়টি খোদা তা'লার কঠিন ক্রোধের সময় হবে। এর কারণ হলো, তাঁর প্রেরিত মহাপুরুষের জন্য এ যুগে প্রকাশিত নিদর্শনাবলী মানুষ গ্রহণ করে নি। আর মানবজাতির সংশোধনকল্পে আগমনকারী খোদার নবীকে মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। এসব নিদর্শন এ যুগে তথা যে যুগে আমরা বসবাস করছি- পূর্ণ হয়েছে। বুদ্ধিমানদের জন্য এটি স্পষ্ট ও আলোকিত পথ যে, এমন যুগে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে প্রেরণ করেছেন যখন কিনা পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ সকল লক্ষণাবলী আমার আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয়ে গেছে।"

(লেকচার লাহোর, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ১৮২-১৮৪)

ইতিহাস সাক্ষী যে, এ সকল নিদর্শন তাঁর (আ.) যুগে পূর্ণ হয়েছে আর এগুলোর কতক আজও পূর্ণ হচ্ছে।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, "খোদা তা'লা যুগের বর্তমান অবস্থা অবলোকন করে এবং পৃথিবীকে সর্ব প্রকারের দুষ্কর্ম, পাপাচার ও বিপথগামিতায় পরিপূর্ণ দেখে আমাকে সত্য প্রচারার্থে ও ধর্মসংস্কারের উদ্দেশ্যে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন। যুগও এরূপ ছিল যে, পৃথিবীর মানুষ হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দী শেষ করে চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে পৌঁছে গিয়েছিল। তখন আমি ঐশী আদেশের অনু বর্তিতায় সাধারণ্যে লিখিত, বিভিন্ন বিজ্ঞাপন ও বক্তৃতার মাধ্যমে এই আহ্বান জানাতে থাকলাম যে, এই শতাব্দীর শিরোভাগে খোদার পক্ষ হতে ধর্ম সংস্কারের নিমিত্তে যার আগমন করার কথা ছিল, আমিই সেই ব্যক্তি, যাতে আমি সেই ঈমান- যা পৃথিবী হতে উঠে গেছে, পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারি এবং খোদার পক্ষ থেকে শক্তি লাভ করে তারই কৃপার আকর্ষণে জগদ্বাসীকে পুণ্যকর্ম, খোদাভীতি ও ন্যায়-পরায়ণতার দিকে আকৃষ্ট করতে পারি এবং তাদের বিশ্বাস ও কর্মের ভুল-ভ্রান্তিসমূহ দূরীভূত করতে পারি। এরপর যখন কয়েক বৎসর অতিক্রান্ত হলো তখন খোদার ওহীর মাধ্যমে সুস্পষ্টরূপে আমার কাছে প্রকাশ করা হলো যে, ঐ মসীহ্, যিনি আদি হতে এই উম্মতের জন্য প্রতিশ্রুত ছিলেন এবং সেই শেষ মাহদী যিনি ইসলামের পতনের যুগে এবং ভ্রষ্টতার বিস্তারের যুগে সরাসরি খোদার কাছ থেকে হেদায়েত লাভকারী এবং সেই ঐশী খাবারে পূর্ণ খাঞ্চা নবরূপে মানবজাতির কাছে পরিবেশনকারী হিসাবে ঐশী নিয়তিতে নির্ধারিত যার শুভ সংবাদ আজ হতে তেরশত বৎসর পূর্বে রসূল করীম (সা.) দিয়েছিলেন, সেই ব্যক্তি আমিই। এই ব্যাপারে আল্লাহ্‌র সাথে বাক্যালাপ ও রহমান খোদার সাথে কথপকোথন এত সুস্পষ্টরূপে ও অজস্র ধারায় অবতীর্ণ হয়েছে যে, এতে সন্দেহ ও সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। প্রত্যেকটি ঐশী বাণী লৌহ কিলকের ন্যায় আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হচ্ছিল এবং এ সকল ঐশী বাক্যালাপ এরূপ মহান ভবিষ্যদ্বাণীতে পরিপূর্ণ ছিল যে, এগুলো দিবালোকের ন্যায় পূর্ণ হচ্ছিল। এর নিরবচ্ছিন্নতা, আধিক্য ও অলৌকিক শক্তির নিদর্শন আমাকে এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য করেছে যে, এইগুলি সেই এক-অদ্বিতীয় খোদার বাণী, যাঁর কালাম কুরআন শরীফ। এখানে আমি তওরাত ও ইঞ্জিলের নাম নিচ্ছি না, কেননা তওরাত ও ইঞ্জিল প্রক্ষেপনকারীদের হাতে এতখানি বিকৃতির শিকার যে, এখন এগুলিকে খোদার বাণী বলা যায় না। মোটকথা, খোদার ঐ ওহী যা আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তা এরূপ অকাট্য ও সুনিশ্চিত যে, এর মাধ্যমে আমি আমার খোদাকে লাভ করেছি। সেই ওহী কেবলমাত্র ঐশী নিদর্শনের মাধ্যমে 'হাক্কুল ইয়াকিন' (তথা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রসূত বিশ্বাসের) পর্যায়ে পৌঁছে নি, বরং এর প্রতিটি অংশ যখন খোদা তা'লার বাণী কুরআন শরীফের সাথে যাচাই করে দেখা হলো, তখন তা কুরআন শরীফ অনুযায়ী সত্য প্রমাণিত হলো। আর এর সত্যায়নের জন্য স্বগীয় নিদর্শন বারিধারার ন্যায় বর্ষিত হয়েছে। সেদিনগুলোতেই রমজান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হয়েছে যেমনটি ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত ছিল যে, এই মাহ্‌দীর যুগে রমজান মাসে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ হবে। এ দিনগুলোতেই প্লেগ মহামারি পাঞ্জাবে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, যেমনটি

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

পবিত্র কুরআনে এই ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ আছে এবং পূর্বের নবীগণও এই সংবাদ দিয়েছেন যে, এই দিনগুলিতে মহামারি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে এবং এমন হবে যে, কোন গ্রাম ও শহর এই মহামারি থেকে মুক্ত থাকবে না। বস্তুত এরূপই হয়েছে এবং হচ্ছে। যখন এই দেশে প্লেগের নামচিহ্নও ছিল না, খোদা আমাকে প্লেগের প্রাদুর্ভাবের ২২ বৎসর পূর্বে এর প্রাদুর্ভাবের সংবাদ দিয়েছেন।"

(তাযকেরাতুশ শাহাদাতাইন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ৩-৪)

এরপর নিজ দাবি সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, "আমিই সেই ব্যক্তি, যে নির্ধারিত সময়ে আবির্ভূত হয়েছে। কুরআন, হাদীস, ইঞ্জিল ও অন্যান্য নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যার জন্য আকাশে রমজান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হয়েছে। আমিই সেই ব্যক্তি, যার যুগে সকল নবীর ভবিষ্যদ্বাণী এবং কুরআন শরীফের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এ দেশে অস্বাভাবিকভাবে প্লেগ ছড়িয়ে পড়েছে। আমিই সেই ব্যক্তি, যার যুগে সহীহ হাদীস অনুযায়ী হজ্জ পালনে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আমিই সেই ব্যক্তি, যার যুগে সেই নক্ষত্রটি উদিত হয়েছে- যা মসীহ্ ইবনে মরিয়মের যুগে উদিত হয়েছিল। আমিই সেই ব্যক্তি, যার যুগে এ দেশে রেলচলাচল আরম্ভ হয়ে উটকে অকেজো করে দেয়া হয়েছে আর সে সময় অচিরেই আসছে, বরং তা সন্নিকটে, যখন মক্কা ও মদিনার মাঝেও রেলচলাচল আরম্ভ হয়ে সেসমস্ত উট বেকার হয়ে যাবে। প্রথমে যেখানে সড়কযোগে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল সেখানেও এখন রেলগাড়ির মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে। তেরোশ' বছর ধরে যে উট এই কল্যাণমণ্ডিত সফর করত সেসকল উট বেকার হয়ে যাবে। তখন সহীহ্ মুসলিমে বিদ্যমান সেসব উট সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস সত্য প্রমাণিত হবে অর্থাৎ لَيُتْرَكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعٰى عَلَيْهَا অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহ্র যুগে উট বেকার হয়ে যাবে এবং উটে চড়ে কেউ সফর করবে না। তেমনিভাবে আমিই সেই ব্যক্তি যার হাতে শত-সহস্র নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। পৃথিবীতে কি এমন কোন মানুষ জীবিত আছে যে নিদর্শন প্রদর্শনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমার বিপরীতে জয়যুক্ত হতে পারে? আমি সেই সত্তার কসম খেয়ে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ! এখন পর্যন্ত দু'লক্ষাধিক নিদর্শন আমার হাতে প্রকাশিত হয়েছে আর সম্ভবত প্রায় দশ হাজার বা ততোধিক মানুষ মহানবী (সা.)-কে স্বপ্নে দেখেছেন যাতে তিনি আমার সত্যায়ন করেছেন। আর এদেশে প্রখ্যাত যেসব 'আহলে কাশফ' তথা দিব্যদর্শনে অভিজ্ঞরা ছিলেন, যাদের একেকজনের তিন থেকে চার লক্ষ করে মুরিদ ছিল, এসব প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে যে, এই ব্যক্তি (তথা হযরত মসীহ্ মওউদ) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত। তাদের মধ্যে কতক এমনও ছিলেন যারা আমার আগমনেরও ত্রিশ বছর পূর্বে গত হয়ে গিয়েছেন। তাদের একজন হলেন লুধিয়ানা নিবাসী পুণ্যাত্মা গোলাব শাহ। তিনি জামালপুর নিবাসী মরহুম করীম বখশ সাহেবকে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, কাদিয়ানে ঈসা জন্মগ্রহণ করেছেন আর তিনি লুধিয়ানা তে আসবেন। মিয়া করিম বখশ একজন সৎকর্মশীল বয়োবৃদ্ধ একত্ববাদী মানুষ ছিলেন। তিনি লুধিয়ানায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করে এই পুরো ভবিষ্যদ্বাণী আমাকে শুনান। একারণে মৌলভীরা তাকে অনেক কষ্ট দেয়, কিন্তু তিনি সেসব নির্যাতনের পরোয়া করেন নি। তিনি আমাকে বলেন, গোলাব শাহ আমাকে বলতেন, ঈসা ইবনে মরিয়ম জীবিত নেই, তিনি ইন্তেকাল করেছেন, তাই তিনি পৃথিবীতে ফিরে আসবেন না। এই উম্মতের জন্য মির্যা গোলাম আহমদ হলেন ঈসা, যাকে খোদা তা'লা স্বীয় কুদরতে ও প্রজ্ঞায় পূর্ববতী ঈসার সদৃশ বানিয়েছেন এবং উর্ধ্বলোকে তার নাম ঈসা রেখেছেন। একথা বলে তিনি তার মুরিদ করীম বখশকে বলেন, হে করিম বখশ! সেই ঈসা যখন আবির্ভূত হবেন তখন তুমি মৌলভীদেরকে তার ভয়াবহ বিরোধিতা করতে দেখেবে। মৌলভীরা চরম বিরোধিতা করবে কিন্তু তারা ব্যার্থ ও অকৃতকার্য হবে। আজও মৌলভীরা ব্যর্থ হয়ে চলেছে। তাঁর পৃথিবীতে আবির্ভাবের উদ্দেশ্য হলো, সেসব মিথ্যা ব্যাখ্যা (টীকা, পাদটীকা) যা পবিত্র কুরআনে সংযোজন করা হয়েছে তা অপসারণ করে পবিত্র কুরআনের প্রকৃত রূপ বা চেহারা জগদ্বাসীকে দেখানো। এই ভবিষ্যদ্বাণীতে এই পুণ্যবান স্পষ্টভাবে এই ইঙ্গিতও করেছেন যে, তুমি নিশ্চয় এই ঈসাকে দেখার মতো বয়সও প্রাপ্ত হবে।"

(তাযকেরাতুশ শাহাদাতাইন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ৩-৪)

অর্থাৎ তাঁর শিষ্যের আয়ুষ্কাল সম্পর্কেও এই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল।

এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,স্মরণ রেখো, খোদার এক নাম গফুর। সুতরাং কেন তিনি (তাঁর দিকে) প্রত্যাবর্তনকারীদের ক্ষমা করবেননা? যেসব ভুল-ভ্রান্তি জাতিতে সৃষ্টি হয়ে গেছে, সেসব ভুল-ভান্তির মাঝে একটি হলো জিহাদ সংক্রান্ত ভ্রান্তি । আমি আশ্চর্য হই, আমি যখন বলি (প্রচলিত তরবারির) জিহাদ হারাম, তখন এরা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে, অথচ এরা নিজেরাই স্বীকার করে যে, খুনি মাহদীসংক্রান্ত হাদীসগুলো সংশয়যুক্ত। মৌলভী মোহাম্মদ হোসাইন বাটালভী এ বিষয়ে পুস্তিকা লিখেছেন। এসব হাদীস যে সংশয়যুক্ত, তা তিনি স্বীকার করেছেন। এ বিষয়ে মিয়া নযীর হোসাইন দেহলভীরও একই মত ছিল। বর্তমানেও কতিপয় আলেম একই কথা বলছে। তারা এগুলোকে মোটেও সঠিক মনে করত না। তাহলে আমাকে কেন মিথ্যাবাদী আখ্যা দেয়া হয়? সত্য কথা হলো, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদীর আসল কাজই হলো, যুদ্ধ-বিগ্রহের ধারা বন্ধ করে কলম, দোয়া ও খোদানুরাগের মাধ্যমে ইসলামের নাম সমুন্নত করা। অতএব, আজও তার মান্যকারীদের কলম, দোয়া খোদানুরাগের ভিত্তিতে কাজ করা হলো দায়িত্ব।তিনি বলেন, আক্ষেপের বিষয় হলো, মানু ষ এ বিষয়টি বুঝতে পারে না, কেননা জাগতিকতার প্রতি এদের যতটা মনোযোগ রয়েছে ধর্মের প্রতি ততটা মনোযোগ নেই। আমাদেরও নিজেদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিত। প্রতিশ্রুত মহাপুরুষকে মানার পর কোথাও আমরা আবার জাগতিকতায় লিপ্ত হওয়ার বিষয়ে সীমাতিক্রম করিনি তো? তিনি বলেন, জাগতিক কলুষ ও নোংরামিতে লিপ্ত থেকে এটি কীভাবে আশা করা যেতে পারে যে, তাদের প্রতিপবিত্র কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান উন্মোচিত হবে? পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট লেখা রয়েছে যে, لَا يَمَسُّهٗۤ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ (সূরা ওয়াকেআ: ৮০)। এ কথাও মন দিয়ে শুন, আমার প্রেরিত হবার চূড়ান্ত লক্ষ্য কী? আমার প্রেরিত হবার মৌলিক উদ্দেশ্য কী? আমার আগমনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কেবল ইসলামের সংস্কার ও সমর্থন করা। এ থেকে এটি মনে করা উচিত নয় যে, আমি নতুন কোন শরীয়ত শিখানোর জন্য অথবা নতুন বিধি-নিষেধ প্রদানের জন্য এসেছি অথবা নতুন কোন পুস্তক অবতীর্ণ হবে। কখনো না। যদি কোন ব্যক্তি এমন মনে করে তাহলে আমার দৃষ্টিতে সে চরম পথভ্রষ্ট এবং ধর্মহীন। মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তায় শরীয়ত এবং নবুওয়্যতের সমাপ্তি ঘটেছে। এখন কোন নতুন শরীয়ত আসতে পারবে না। কুরআন মজীদ 'খাতামুল কুতুব'। এখন এতে এক বিন্দু বা বিসর্গও সং যোজন বা বিয়োজনের সুযোগ নেই। হ্যাঁ এটি সত্য যে, মহানবী (সা.)-এর বরকত ও কল্যাণধারা এবং কুরআন শরীফের শিক্ষা ও হেদায়েতের ফলবহন করা বন্ধ হয়ে যায় নি। এগুলো প্রত্যেক যুগে নিত্যনতুনরূপে বিদ্যমান রয়েছে। আর সেই বরকত ও কল্যাণরাজির প্রমাণ দেওয়ার জন্য খোদাতা'লা আমাকে দাঁড় করিয়েছেন। ইসলামের বর্তমান অবস্থা কারো অজানা নয়। সর্বসম্মতভাবে এটি স্বীকৃত যে, মুসলমানরা সকল প্রকারের দুর্বলতা ও অবনতির লক্ষ্যস্থলে পরিণত হচ্ছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা অধঃপতিত হচ্ছে। (আর বর্তমা নে অবস্থা আরো শোচনীয় দেখছি।) তাদের মৌখিক দাবি থাকলেও হৃদয় তা থেকে শূন্য। ইসলাম এতিম হয়ে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে খোদাতা'লা আমাকে প্রেরণ করেছেন ইসলামের সমর্থন ও তত্ত্বাবধান করার জন্য। আর তিনি স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমাকে প্রেরণ করেছেন। কেননা তিনি বলেছিলেন, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ (সূরা হিজর: ১০)। যদি তখন ইসলামের সাহায্য ও সুরক্ষা করা না হতো তাহলে সাহায্যের সে সময় আর কখন আসতো? এখন এ চতুর্দশ শতাব্দীতে সেই অবস্থাই বিরাজমান যা বদরের সময় হয়েছিল। এসম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ (সূরা আলে ইমরান: ১২৪)। এ আয়াতেও প্রকৃতপক্ষে একটি ভবিষ্যদ্বাণী অন্তর্নিহিত ছিল। অর্থাৎ যখন চতুর্দশ শতাব্দীতে ইসলাম দুর্বল ও অসহায় হয়ে পড়বে তখন আল্লাহ্ তা'লা উক্ত সুরক্ষার প্রতিশ্রুতিঅনুযায়ী এর সাহায্য করবেন। সুতরাং তিনি ইসলামের সাহায্য করছেন দেখে তোমরা কেন বিস্মিত হচ্ছ? "

এরপর তাঁর বিরুদ্ধে বিরোধীদের নোংরা কর্থাবার্তার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "আমার এ বিষয়ে কোন আক্ষেপ নেই যে, আমার নাম দাজ্জাল ও কাযযাব (মিথ্যাবাদী) রাখা হয় এবং আমার ওপর বিভিন্ন অপবাদ আরোপ করা হয়। কেননা, আমার সাথে সেই ব্যবহার হওয়া অবশ্যম্ভাবী, যা আমার পূর্ববতী প্রত্যাদিষ্টদের সাথে হয়েছে; যেন

যুগ খলীফার বাণী

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যে বিষয়ে আমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন, সেই অনুসারে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করুন।

(ডেনমার্কের জলসা সালানা (২০১৯) উপলক্ষ্যে বার্তা)

দোয়াপ্রার্থী : **Nur Jahan Begum, Kolkata (W.B)**

আমিও এ চিরন্তন রীতির অংশীদার হই। আমি সেসব সমস্যা ও বিপদাপদের একাংশও দেখিনি। কিন্তু আমাদের নেতা ও মনিব মহানবী (সা.) যেসব কষ্ট ও বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছেন তার দৃষ্টান্ত নবীকুল আলাইহিমুস্ সালামের কারো মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি (সা.) ইসলামের জন্য সেসব দুঃখকষ্ট সহ্য করেছেন কলম যা লিখতে এবং মুখ তা বর্ণনা করতে অপারগ। আর এ থেকেই বুঝা যায় যে, তিনি কত অসাধারণ মর্যাদার অধিকারী এবং দৃঢ় প্রত্যয়ী নবী ছিলেন। যদি খোদাতা'লার সাহায্য ও সমর্থন তাঁর (সা.) সাথে না থাকত,তাহলে এ বিপদাবলীর পাহাড় বহন করা তাঁর জন্য অসম্ভব হয়ে যেত। আর যদি অন্য কোন নবী হতো, তাহলে সে-ও ব্যর্থ হতো। কিন্তু যেই ইসলামকে এমন সব সমস্যা ও দুঃখকষ্ট সহ্য করে তিনি পৃথিবীতে প্রচার করেছিলেন; আজ সেটির যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তা বলার ভাষা আমার নেই।"

(লেকচার লুধিয়ানা, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ২৭৯-২৮০)

মুসলমানরা ইসলামকে কতই না শোচনীয় অবস্থার মুখে ঠেলে দিয়েছে। অথচ প্রতিশ্রুতি অনুসারে ধর্মের সংস্কারের জন্য আগমনকারীকে তারা মানতে প্রস্তুত নয়।

অতঃপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমি আমার রচনাবলীর মাধ্যমে এমন নিখুঁত পন্থা উপস্থাপন করেছি যা ইসলামকে সফল এবং অন্যান্য ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করবে। আমার রচনাবলী ইউরোপ এবং আমেরিকায় যায়। খোদা তা'লা এসব জাতিকে যে অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছেন তারা খোদা প্রদত্ত সেই জ্ঞানের মাধ্যমে এ বিষয়কে বুঝে নিয়েছে। অথচ আমি যখন একজন মুসলমানের সামনে এগুলো উপস্থাপন করি তখন তার মুখে ফেনা উঠে যায়। যেন সে উন্মাদ বা সে হত্যা করতে চায়। বর্তমানে আহমদীদের সাথে বাস্তবে তারা তা-ই করছে। অথচ পবিত্র কুরআনের শিক্ষা হলো, اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ (সূরা হা-মীম আস সাজদা: ৩৫)। [অর্থ: তুমি সেটি দ্বারা (মন্দকে) প্রতিহত করো যা সর্বোত্তম।] এ শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো, প্রতিপক্ষ যদি শত্রুও হয় তাহলে নম্রতা এবং উত্তম ব্যবহারের ফলে সে যেন বন্ধু হয়ে যায় এবং কথাগুলো শান্তশিষ্টভাবে শুনে। আমি মহাপরাক্রমশালী খোদার কসম খেয়ে বলছি, আমি তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি। তিনি ভালো করে জানেন, আমি মিথ্যাবাদী ও প্রতারক নই। খোদা তা'লার নামে আমার কসম খাওয়া এবং সেসব নিদর্শন, যা তিনি আমার সমর্থনে প্রকাশ করেছেন, তা দেখার পরও যদি তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী এবং প্রতারক বল, তবে আমি খোদা তা'লার কসম দিয়ে বলছি, এমন কোন প্রতারকের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন কর যে-কিনা প্রতিদিন-প্রতিনিয়ত আল্লাহ্ তা'লার প্রতি মিথ্যারোপ ও প্রতারণা করা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তার সাহায্য-সহযোগিতা করা অব্যাহত রাখবেন।" এমন মিথ্যাবাদী কাউকে দেখাও, যে-কিনা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করছে আর এরপরও আল্লাহ্তা'লা তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করছেন। বর্তমানে বিশ্ববিস্তৃত আহমদীয়া জামা'তের বিস্তার এর স্পষ্ট প্রমাণ নয় কি যে, আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য-সমর্থন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে রয়েছে? তিনি (আ.) আরো বলেন, "খোদা তা'লার উচিত ছিল তাকে ধ্বংস করে দেয়া। এমন মিথ্যাবাদীকে ধ্বংস করে দেয়াই আল্লাহ্ তা'লার উচিত ছিল। কিন্তু এখানে বিষয়টি এর বিপরীত। আমি খোদা তা'লার কসম খেয়ে বলছি, আমি সত্যবাদী এবং তাঁর পক্ষ থেকে এসেছি, তবুও আমাকে মিথ্যাবাদী এবং প্রতারক বলা হচ্ছে। তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা আমার বিরুদ্ধে জাতির সৃষ্ট প্রতিটি মিথ্যা মোকদ্দমা ও বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা করেন এবং সাহায্য করেন। আর তিনি এমনভাবে আমায় সাহায্য-সমর্থন করছেন যে, লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে আমার ভালোবাসা সঞ্চার করেছেন। কাছে ও দূরে সর্বত্র এই ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন। তখন এটি কেবল ভারতের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল, (আর তিনি)ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, দ্বীপপুঞ্জে, অস্ট্রেলিয়ায় এবং আরব দেশগুলোতে লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে [তিনি (আ.) বলেন,] আমার প্রতি ভালোবাসা সঞ্চার করেছেন। আশ্চর্যের বিষয়, একজন মিথ্যাবাদীর সাথে এমন আচরণ হচ্ছে! তিনি (আ.) আরো বলেন, আমি এটিকে আমার সত্যতার প্রমাণ মনে করি। এটিই হলো আমার সত্যতার প্রমাণ। এমন কোন প্রতারকের দৃষ্টান্ত যদি তোমরা উপস্থাপন করতে পার, যে মিথ্যাবাদী এবং সে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ করেছে আর তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা তাকে সাহায্য-সমর্থন করেছেন আর এভাবে দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাকে জীবিত রেখেছেন এবং তার আকাঙ্ক্ষাসমূহ পূর্ণ করেছেন- তাহলে তাকে দেখাও! "

(লেকচার লুধিয়ানা, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ২৭৫-২৭৬)

তিনি (আ.) আরো বলেন,এখন উর্ধ্বলোক থেকে যে জ্যোতি এবং কল্যাণরাজি অবতীর্ণ হচ্ছে সেগুলোকে মুসলমানদের মূল্যায়ন করা উচিত আর আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত, কেননা তিনি যথাসময়ে তাদের হাত ধরেছেন। আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনু যায়ী এই বিপদের সময় তাদের সাহায্য করেছেন। কিন্তু তারা যদি খোদা তা'লার এই নিয়ামতের মূল্যায়ন না করে তবে তিনি তাদের কোন পরোয়া করবেন না। তিনি নিজের কাজ সম্পূর্ণ করবেন, কিন্তু তাদের জন্য শুধু আক্ষেপই রয়ে যাবে।

আমি দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে পূর্ণ বিশ্বাস এবং অন্তর্দৃষ্টির সাথে বলছি, আল্লাহ্ তা'লা অন্যান্য ধর্মকে মিটিয়ে ইসলামকে জয়যুক্ত ও শক্তিশালী করার সংকল্প করেছেন। এখন এমন কোন হাত ও শক্তি নেই যা আল্লাহ্র এই অভিপ্রায়ের মোকাবিলা করতে পারে। কেননা তিনি 'ফা'আলুল লিমা ইউরিদ' (সূরা বুরূজ: ১৭)। [অর্থ: আল্লাহ্ যা চান তা-ই করেন।] হে মুসলমানেরা! স্মরণ রাখবে, আল্লাহ্ তা'লা আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে এ সংবাদ দিয়েছেন এবং আমি বার্তা পৌঁছে দিয়েছি। এখন এটিকে শ্রবণ করা বা না করা তোমাদের হাতে। হযরত ঈসা (আ.) মৃত্যুবরণ করেছেন- এটি সত্য কথা। আমি খোদা তা'লার কসম খেয়ে বলছি, প্রতিশ্রুত যে ব্যক্তির আসার কথা ছিল সে ব্যক্তি আমিই। এটিও সুনিশ্চিত বিষয় যে, ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতেই ইসলামের জীবন নিহিত।" (লেকচার লুধিয়ানা, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ২৯০)

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, খোদা আমার অজ্ঞ বিরোধীদেরকে প্রতিদিন-প্রতিনিয়তই বিভিন্ন ধরনের নিদর্শন প্রদর্শনের মাধ্যমে লাঞ্ছিত করছেন। আমি তাঁরই কসম খেয়ে বলছি, তিনি যেভাবে হযরত ইব্রাহীমের সাথে কথোপকথন ও বাক্যালাপ করেছেন এবং এরপর ইসহাক, ইসমাঈল, ইয়াকুব, ইউসুফ, মূসা, মসীহ্ ইবনে মরিয়ম এবং সবার শেষে আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর সাথে এমন বাক্যালাপ করেছেন যে, তাঁর প্রতি সবচেয়ে উজ্জ্বল ও পবিত্র ওহী অবতীর্ণ করেছেন আর অনুরূপভাবে তিনি আমাকে তাঁর সাথে কথোপকথন ও বাক্যালাপের সম্মান দান করেছেন। কিন্তু আমার এই মর্যাদা কেবল মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যের ফলেই লাভ হয়েছে। আমি যদি মহানবী (সা.)-এর উম্মত না হতাম এবং তাঁর আনুগত্য না করতাম তাহলে আমার কর্ম পৃথিবীর তাবৎ পাহাড়সম হলেও কখনোই আমি এই কথোপকথন ও বাক্যালাপের মর্যাদা লাভ করতে পারতাম না। কেননা মুহাম্মদী নবুয়্যত ব্যতীত অন্য সকল নবুয়্যতের পথ এখন রুদ্ধ। শরীয়তবাহী কোন নবী এখন আর আসতে পারে না তবে শরীয়তবিহীন নবী হতে পারে, কিন্তু শর্ত হলো প্রথমে তাকে উম্মতী হতে হবে। অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি উম্মতীও আর নবীও। এছাড়া আমার নবুয়্যত, অর্থাৎ খোদার সাথে কথোপকথন ও বাক্যালাপ মহানবী (সা.)-এর নবুয়্যতেরই একটি ছায়া মাত্র এবং আমার নবুয়্যত এটি ব্যতীত আর কিছুই নয়। বরং নবুয়্যতে মুহাম্মদীয়াই আমার মাঝে প্রকাশিত হয়েছে। আমি যেহেতু কেবল ছায়া মাত্র এবং উম্মতী, তাই এর মাধ্যমে তাঁর মর্যাদার কোন হানি ঘটে নি। [অর্থাৎ এতে মহানবী (সা.)-এর মর্যাদার কোন হানি ঘটে নি।] আর খোদার সাথে এই কথোপকথন যা আমার সাথে হয়ে থাকে তা সুনিশ্চিৎ ও সন্দেহমুক্ত। আমি যদি এতে এক মুহূর্তের জন্যও সন্দেহ পোষণ করি তাহলে কাফের হয়ে যাব এবং আমার আখেরাত বিনষ্ট হয়ে যাবে। আমার প্রতি যেসব বাণী অবতীর্ণ হয়েছে তা নিশ্চিৎ এবং সন্দেহাতীত। এছাড়া সূর্য এবং এর আলো দেখে কেউ যেভাবে সন্দেহ পোষণ করতে পারে না যে, এটি সূর্য আর এটি এর আলো, ঠিক একইভাবে সেই বাণী সম্পর্কেও আমি সন্দেহ পোষণ করতে পারি না যা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আমার প্রতি অবতীর্ণ হয় আর এর প্রতি ঠিক সেভাবেই ঈমান রাখি যেভাবে আমি খোদার কিতাবের প্রতি ঈমান রাখি।"

(তাজিল্লিয়াতে ইলাহিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ৪১১-৪১২)

তিনি (আ.) আরো বলেন, খোদা আমাকে যে কাজের জন্য প্রেরণ করেছেন তা হলো- খোদা এবং তাঁর সৃষ্টির সম্পর্কের মাঝে যে পঙ্কিলতা দেখা দিয়েছে আমি যেন তা দূর করে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করি এবং সত্যের বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে ধর্মযুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে সম্প্রীতি ও মিমাংসার ভিত্তি রচনা করি, আর সেই সব ধর্মীয় সত্য যা

শেষাংশ শেষের পাতায়.....

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমাদের মধ্যে সে-ই অধিক মহৎ, যে আপন ভাইয়ের অপরাধ অধিক ক্ষমা করে এবং হতভাগ্য সে, যে হঠকারিতা করিয়া ক্ষমা করে না।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

২০১৫ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মানী সফর

(অতিথিদের প্রতিক্রিয়া...অবশিষ্ট রিপোর্ট, ৯ই জুন, ২০১৫)

তিনি বলেন: যদি পোপ এমন কোন অনুষ্ঠানে আসতেন, তবে তিনি কখনওই ক্ষমা চাইতেন না। হয়তো তিনি ক্ষমাপ্রার্থনার প্রয়োজনটুকুও অনুভব করতেন না। পক্ষান্তরে হুযুর একজন পবিত্র ব্যক্তিত্ব হয়েও ক্ষমা চাইলেন যা নিঃসন্দেহে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক। হুযুর ক্ষমা প্রার্থনা করতেই আমাদের চেহারাগুলি আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠেছিল।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী একজন রেডিও প্রতিনিধি বলেন: আপনাদের খলীফা যখন সামনে এলেন, তখন আমার সারা শরীর কেঁপে ওঠে। তাঁর থেকে এক নৈস্বর্গিক আভা ফুটে উঠছিল।

এক জার্মান অতিথি বলেন: হুযুর তাঁর বক্তব্যে আফ্রিকা সম্পর্কে যে কথগুলি বলছিলেন সেগুলি একেবারে খাঁটি। তিনি যখন আফ্রিকার জলসংকট ও দুঃখ-দুর্দশার কথা বর্ণনা করছিলেন, তখন তা শুনে আমি শিউরে উঠছিলাম। অনুষ্ঠান চলাকালীন আমাকে যখন পানীয় জল পরিবেশন করা হল, তখন হুযুরের কথা শুনে এবং আফ্রিকায় বসবাস রত দারিদ্র পীড়িতদের সম্পর্কে মনের মধ্যে যে ধারণা সৃষ্টি হচ্ছিল তা অনুভব করে পানি পান করা আমার জন্য কষ্টকর হচ্ছিল।

এক স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আমি পোপের সঙ্গেও সাক্ষাত করে এসেছি, কিন্তু আজকের এই দিনটি আমার জীবনের সব থেকে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ দিন ছিল, যেহেতু আমি খলীফাকে দেখেছি। খলীফা আমার মন জয় করেছেন।

Vechta শহরে ইমারত নির্মাণের মঞ্জুরীপ্রদানকারী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধিকারী, যিনি আমাদের মসজিদের জন্য নির্মাণের অনুমতি প্রদান করেছিলেন, তিনিও উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন: আপনাদের খলীফার বক্তব্য বিস্ময়কর ছিল। শান্তির বার্তা, আর বিশেষ করে তিনি যে বলেছেন- দেশের প্রতি বিশ্বস্ততা পোষণ করা, দেশের উন্নতিতে পূর্ণ উদ্যম সহকারে অংশগ্রহণ করা এবং জাতি বর্ণ নির্বিশেষে মানবতার সেবা করা- এগুলি অতি উৎকৃষ্ট মানের কথা, যা আমাকে কেবল আনন্দিতই করে নি, বরং আমাকে বিস্মিত করেছে, ভাবতে বাধ্য করেছে যে, কোন ব্যক্তি অন্য কোন দেশের জন্য এমন উচ্চ মানের চিন্তাধারা পোষণ করে!

Vechta জামাতের সদর সাহেব বলেন: এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী এক অতিথিকে পরের দিন মিষ্টি বিতরণের জন্য গেলে সেই দম্পতি বলেন,আমরা বাড়ি ফিরে আসার পরও অনেক রাত পর্যন্ত খলীফার মুখখানা বার বার মনে পড়ে যাচ্ছিল।

অনুরূপভাবে বায়তুল কাদির মসজিদের নকশা প্রস্তুতকারী আর্কিটেক্ট বলেন: আমি তো অনুষ্ঠানে এমন ডুবে ছিলাম যে সময় সম্পর্কে টেরই পাই নি। মনে হচ্ছিল যেন এক কৌতুহল উদ্দীপক সিনেমা দেখছি। হুযুর আনোয়ারের বক্তব্য আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। তিনি বলেন, Vechta শহরে আপনাদের জন্য কেউ যদি কোন অসুবিধা সৃষ্টি করে, আমাকে অবশ্যই জানাবেন, আমি আপনাদের সাহায্য করব।

অনুষ্ঠানে দর্শনশাস্ত্রের এক শিক্ষক অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন: হুযুর আনোয়ার মসজিদে ব্যবহৃত পাথরে উপমা দিয়ে যে উপদেশ দিলেন, তিনি বললেন,আপনাদের অন্তরগুলি পাথরের হওয়া উচিত নয়, বরং হৃদয় এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় যা থেকে প্রস্রবণ প্রস্ফুটিত হয়। তাঁর এইকথাটি আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে।

আমাদের কিছু আহমদীয় ছাত্র তাঁর কাছে শিক্ষার্জন করে। তারা জানায়, পরের দিন ক্লাসে তাদের শিক্ষক প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে সমস্ত ছাত্রকে মসজিদের উদ্বোধন সম্পর্কে বলতে থাকেন এবং জামাতের প্রশংসা করতে থাকেন।

অনুরূপভাবে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য আরও অতিথিরা একথা জানিয়েছেন যে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা তাদের সৌভাগ্য ছিল। তারা জানায়, এতে কোন সন্দেহ নেই যে হুযুর আনোয়ার শান্তির দূত এবং এক মর্যাদাবান ব্যক্তি। মানবতার সঙ্গে তাঁর অনেক নৈকট্যের এবং গভীর সম্পর্ক রয়েছে। হুযুরের ভাষণ থেকে অগাধ প্রত্যয় লাভ হয়েছে। এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে হুযুর পৃথিবীর বর্তমান সমস্যাগুলিকে অত্যন্ত গভীরভাবে নিরীক্ষণ করেন এবং তার সমাধান সূত্র বলে দেন।

লোকাল জামাতের সদর সাহেব বলেন: অনুষ্ঠানের পূর্বে আমরা স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। কিন্তু আমাদের আশা ছিল না যে এমন সুন্দর কভারেজ হবে। খোদা তা'লা যুগ খলীফার আশিসময় সত্তার কারণে এমন আনুকুল্য সৃষ্টি করেন যে অনুষ্ঠানের সময় আমাদের প্রত্যাশার বিপরীতে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার লোকজন পৌঁছে যান। স্যাট-১ জার্মানীর একটি অনেক বড় টিভি চ্যানেল। তারা এখানে আসবে বলে কল্পনাও ছিল না। কিন্তু তাদের প্রতিনিধি এসেছিল এবং উদ্বোধন সংক্রান্ত সংবা তাদের চ্যানেলে সম্প্রচার করে। অনুরূপভাবে প্রাদেশি রেডিও চ্যানেল এনডিআর ও অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে। রেডিওতে এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে বার বার ঘোষণা করা হয়। স্পষ্ট সংবাদ এবং নিবন্ধও প্রকাশিত হয়। হুযুর আনোয়ারের ভাষণের কিছু নির্বাচিত অংশ ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উদ্ধৃত করা হয়। এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে জামাতের পরিচিত ঘটেছে।

মসজিদ বায়তুল কাদীর এবং মসজিদ দারুস সালাম এর গোড়াপত্তন সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের মিডিয়া কভারেজ।

Oldenburgische Volkszeitung পত্রিকা মসজিদ বায়তুল কাদীরের উদ্বোধন সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশ করে লেখে- খলীফা Vechta শহরে নতুন মসজিদের উদ্বোধন করছেন। আজ জামাত আহমদীয়া আনন্দ উদযাপন করছে।"

তাদের শীর্ষ নেতৃত্বের ভাষণ সারা পৃথিবী ব্যপী সম্প্রচারিত হচ্ছে। এই ইসলামিক সংগঠনটি একটি নিজস্ব টিভি চ্যানেল পরিচালনা করছে। নতুন ভবনের খরচ চাঁদা সংগ্রহের মাধ্যমে করা হয়েছে।

Vechta তে নতুন নির্মিত ভবনের অফিসে একটি প্রস্তর ফলক রাখা আছে যাতে লেখা আছে - বায়তুল কাদির মসজিদ'। এর অনুবাদ হল সর্বশক্তিমান খোদার ঘর। ইসলামী আহমদীয়া জামাতের সদস্যরা এই ফলকটিকে বাইরের দেওয়ালে স্থাপন করবেন।

পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ মসজিদের উদ্বোধন করবেন। এর পূর্বে ২০১১ সালের অক্টোবর মাসে তিনি নিজে মসজিদটির গোড়াপত্তন করেছিলেন।

মসজিদটিতে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক পৃথক ৬৫ বর্গমিটারের নামায কক্ষ আছে। এছাড়াও ভবনটিতে দুটি অফিস, দুটি স্নানাগার ও পায়খানা এবং একটি লাইব্রেরী সহ মাল্টিপারপাজ সভাগৃহও রয়েছে।

অনুরূপভাবে Oldenburgische Volkszeitung পত্রিকা ২০১৫ সালের ৯ই জুনের সংখ্যায় মসজিদ বায়তুল কাদির এর উদ্বোধন সম্পর্কে নিম্নোক্ত সংবাদ প্রকাশ করে।

Vechta এর আহমদী মুসলমানদের জন্য আজ এক মহান দিন। সারা পৃথিবীতে প্রসারিত এই ইসলামী সংগঠনটি জেলার সদর শহর একটি নতুন মসজিদের উদ্বোধন করছে। Vechta তে বসবাস রত '১৫৪ জন আহমদীর সদর, তিনি রাজনীতিক এবং অরাজনীতিক অতিথিদেরকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, অতি সত্তর মসজিদের একটি ওপেন ডে উদযাপনের জন্য তাঁর আমন্ত্রণ জানানোর ইচ্ছে আছে।

এই পত্রিকাটিই ১০ ই জুন তারিখে প্রকাশনায় বায়তুল কাদির মসজিদের উদ্বোধন সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশ করে লেখে-

'খলীফা সাহেব Vechta শহরে মসজিদের উদ্বোধন করছেন।

আহমদী মুসলমানেরা তাদের নেতা এবং দেড়শর অধিক অতিথিসহ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নেতা কাল সন্ধ্যায় Vechta শহরে একটি নতুন মসজিদের উদ্বোধন করেন। হযরত মির্যা মসরূর আহদম জামাতের সদস্যদেরকে পূর্বের থেকে বেশি সমাজ কল্যাণের বিষয়ে মনোযোগী হওয়ার উপদেশ দান করেন। খলীফা বিভিন্ন শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত প্রায় দেড়শ অতিথির সামনে প্রেমের প্রসার এবং পরধর্ম সহিষ্ণুতার শিক্ষা উপস্থাপন করেন। আহমদীয়া মুসলিম জামাত অনুসারে এই জামাতের কয়েক কোটি অনুগামী রয়েছে আর Vechta শহরে তাদের সংখ্যা ১৫৪ জন।

পত্রিকাটি হুযুর আনোয়ারের একটি ছবিও প্রকাশ করেছে যাতে শহরের মেয়র ক্লাজ ডালিংহাস

হুযুর আনোয়ারকে একটি উপহার উপস্থাপন করছেন।

'খলীফা সাহেব পরধর্ম সহিষ্ণুতার উপদেশ দান করেছেন।' শিরোনামে আরও বিস্তারিত একটি সংবাদ প্রকাশ করে লিখেছে–

'আহমদী মুসলিম জামাতের সারা বিশ্বের নেতা মুসলমানদের সমন্বিত হওয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

১৫০ এর অধিক অতিথি Vechta শহরের মসজিদ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন। মসজিদের নাম রাখা হয়েছে সর্বশক্তিমান খোদার ঘর।

আহমদী মুসলমানেরা এই দিনটির অপেক্ষায় ছিল। তারা নারধ্বনি দিয়ে মির্যা মসরূর আহমদকে অভ্যর্থনা করছে, ছোটরা আগমণী গীত গাইছে আর হাতে পতাকা উঁচু করে রেখেছে। খলীফাতুল মসীহ মসজিদের বাইরের দেওয়ালে স্থাপিত ফলক অনাবরণ করছেন। এই ফলকে লেখা আছে, 'মসজিদ বায়তুল কাদির'। অর্থাৎ সর্বশক্তিমান খোদার ঘর। এরপর খলীফা নামাযের জন্য মসজিদে প্রবেশ করেন।

খলীফাতুল মসীহ্‌র উপস্থিতিই মসজিদ উদ্বোধনের গুরুত্বকে স্পষ্ট করছিল। হযরত মির্যা মসরূর আহমদ ভীষণ আনন্দিত হন, এই দেখে যে ১৫০ অতিথি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন, যারা রাজনীতি, চার্চ প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত। তিনি বলেন,'আপনারা আহমদী না হওয়া সত্ত্বেও এখানে আসা, আপনাদের সহনশীলতাকেই স্পষ্টরূপে তুলে ধরে।"

আহমদী সদস্যদেরকে তিনি আগের থেকে বেশি সমাজের উন্নতিতে অংশগ্রহণ করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, আপনারা যদি এই উন্নতিতে অংশগ্রহণ না করেন, তবে তার অর্থ হবে আপনারা সমন্বিত হন নি। এই দেশের প্রতি বিশ্বস্ততা আপনাদের ধর্মের অংশ।

খলীফাতুল মসীহ ভিন ধর্মের প্রতি ভালবাসা ও সহিষ্ণুতাপূর্ণ আচরণ করার উপদেশ দেন। তিনি বলেন- প্রত্যেক ধর্মই ভালবাসার শিক্ষা নিয়ে এসেছে। কিন্তু মানুষ সেই শিক্ষাকে বিকৃত করেছে। আমরা পাথর দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করলাম, কিন্তু আমাদের হৃদয়গুলো যেন পাথরের মত শক্ত না হয়ে যায়।"

শহরের মেয়র ক্লাস ডালিংহস এবং এমপি স্টেফেন সিমার-ও মসজিদ উদ্বোধন নিয়ে আনন্দ প্রকাশ করেছেন।

এই সংবাদের সঙ্গেও হুযুর আনোয়ারের ছবি প্রকাশিত হয়েছে যেখানে তিনি দোয়া করছেন। Oldenburgische Volkszeitung

একটি প্রাত্যাহিক পত্রিকা যার পাঠক সংখ্যা ২১ হাজারের বেশি।

Osnabrucker Zeitung পত্রিকা ৯ ই জুনের সংখ্যায় মসজিদ বায়তুল কাদির সম্পর্কে উদ্বোধনের সংবাদ প্রকাশ করে লিখেছে–

Niedersachsen এ একটি মুসলিম জামাত নতুন একটি মসজিদের উদ্বোধন করেছে। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের এই ইমারতটির দুটি উঁচু মিনার ও একটি গম্বুজ আছে।

এই আনন্দের মুহূর্তে জামাত আহমদীয়ার আধ্যাত্মিক নেতা মির্যা মসরূর আহমদ সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। সারা জার্মানীতে জামাত আহমদীয়ার ৪৭টি মসজিদ এবং ৩৭ হাজার সদস্য আছেন। Niedersachsen প্রদেশে Osnabruck, Stade, Bremen এবং Hannover এ তাদের মসজিদ আছে।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত নিজেদেরকে একটি সংস্কারমূলক সংগঠন মনে করে। ১৮৮৯ সালে ভারতে জামাতের গোড়া পত্তন হয়।

Vechta শহরের ডেপুটি মেয়র বলেন, 'পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ, সহনশীলত এবং উদারতার মাধ্যমে যাবতীয় বিদ্বেষ দূর করা যেতে পারে আর সকলে এভাবেই শান্তিতে বাস করতে পারে।

অনুরূপভাবে ইসারলোন এ মসজিদ বায়তুস সালাম এর গোড়াপত্তনের সময় ডব্লিউ.ডি.আর তাদের ওয়েবসাইটে সংবাদ প্রকাশ করে। যেখানে মসজিদটি অবস্থিত, সেই প্রদেশের এটি অনেক পুরোনো ও গুরুত্বপূর্ণ টিভি চ্যানেল। ১৯৫৬ সাল থেকে এই চ্যানেল পরিষেবা দিচ্ছে। চ্যানেলটি সংবাদ প্রকাশ করতে গিয়ে লিখেছে–

'মঙ্গালবার ইসারলোন এ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মসজিদের গোড়াপত্তন করা হয়। মসজিদের গম্বুজের ব্যাস ৮ মিটার আর মিনারের উচ্চতা ১২ মিটার। মসজিদের গোড়া পত্তন হওয়ায় জামাতের সদস্যরা যারপরনায় আনন্দিত।

২০১০ সালে জামাত আহমদীয়া জার্মানী মসজিদ তৈরীর জন্য আবেদন করেছিল। সেই সময় বিরোধিতা হয়েছিল, কিন্তু বিরোধিদের সংখ্যা কম ছিল। আইনি প্রক্রিয়া শুরু করার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু সেই মামলা খারিজ হয়ে যায়।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যরা ইসারলোনকে নিজেদের দেশ বলে মনে করে। তারা অন্যান্য ধর্মের মানুষদের কাছেও ইসলামের বাণী পৌঁছে দেয় আর শান্তির বার্ত প্রসার করে।

মসজিদের ব্যায়ভার সম্পূর্ণরূপে চাঁদার মাধ্যমে নির্বাহ করা হবে।

১০ ই জুন, ২০১৫

জার্মানী থেকে লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওনা

সকাল চারটেয় হুযুর আনোয়ার (আই.) ওসানাবার্ক এর মসজিদ বাশারতে ফজরের নামায পড়ান। নামাযের পর তিনি বিশ্রামকক্ষে যান।

আজকের প্রোগ্রাম অনুযায়ী জার্মনী এববং ওসানাবার্গ থেকে লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার পরিকল্পনা ছিল। সকাল দশটায় হুযুর আনোয়ার বিশ্রামকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন। হুযুর (আই.) কে বিদায় জানাতে জামাতের সদস্যরা সেখানে বিভাগে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ছোটরা সমবেত আকারে দাঁড়িয়ে বিদায়ী গীত গাইছিল।

হুযুর আনোয়ার ছোটদেরকে চকলেট উপহার দিলেন এরপর যাত্রা শুরুর আগে দোয়া করলেন। দোয়ার পর তিনি হাত তুলে সকলের উদ্দেশ্যে আসসালামো আলাইকুম বলে সফরসঙ্গীদের নিয়ে রওনা হলেন।

ওসনাবার্ক থেকে ফ্রান্সে বন্দর কালায়েস পর্যন্ত ৫৮০ কিমি দূরত্ব আর পথে হল্যাণ্ড এবং বেলজিয়ামের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। প্রায় ৩৬০ কিমি পথ পাড়ি দেওয়ার পর দুপুর দুটোয় পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুসারে বেলজিয়ামে মোটর ওয়েতে অবস্থিত আর্নস্ট নামক স্থানে একটি রেস্টোরেন্টে দুপুরের খাওয়ার জন্য যাত্রা বিরতি দেওয়া হয়, যেখানে জামাত আহমদীয়া জার্মানী থেকে খুদ্দামদের একটি দল হুযুর ও তাঁর সঙ্গীদের আসার পূর্বেই এসে দুপুরের খাওয়া এবং নামাযের ব্যবস্থা করতে এখানে এসে পৌঁছেছিল আর তারা যথাসময়ে সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেলেছিল।

এই রেস্টোরেন্টের একটি কোণে নামাযের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। হুযুর আনোয়ার (আই.) যোহর ও আসরের নামায জমা করে পড়ান। পরে দুপুরের খাওয়া সেরে বিকেল তিনটেয় এখান থেকে রওনা হন এবং ১২৫ কিমি দূরত্ব পেরিয়ে বেলজিয়াম থেকে ফ্রান্সে প্রবেশ করেন।

সন্ধ্যা ছটায় চ্যানেল ট্যানেলে পৌঁছন আর জার্মানী থেকে সঙ্গে আসা খুদ্দাম ও নিরাপত্তারক্ষীর দল হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর কাছ থেকে বিদায় নেন।

পাসপোর্ট, ইমিগ্রেশন এবং অন্যান্য কাগজপত্রের ছাড়পত্র পাওয়ার পর হুযুর ও তাঁর সঙ্গীদের গাড়িগুলি বিশেষ পার্কিং এরিয়ায় এসে দাঁড়ায়। ট্রেন ছাড়তে এখনও কিছু সময় বাকি ছিল। হুযুর আনোয়ার তাই কিছুক্ষণের জন্য গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। ৬:৪০টায় গাড়িগুলি ট্রেনে বোর্ড হয়। ট্রেন নির্ধারিত সময় ৬:৫০টায় Calais থেকে ব্রিটেনের বন্দর শহর ডোভার -এর উদ্দেশ্যে রওনা হয়। প্রায় আধ-ঘন্টা সফরের পর ট্রেন চ্যানেল ট্যানেল পার করে ডোভার-এর অদূরে ব্রিটেনে প্রবেশ করে এবং নির্ধারিত স্টেশনে এসে থামে। প্রায় দশ মিনিট বিরতির পর ফ্রান্সের সময় অনুসারে সাড়ে সাতটায় এবং ব্রিটেনের সময় অনুসারে সাড়ে ছটায় হুযুর ও তাঁ যাত্রীদলের গাড়িগুলি ট্রেন থেকে নামে। এরপর মোটর ওয়েতে সফর শুরু হয়।

যুক্তরাজ্যের আমীর সাহেব, মাননীয় মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব নিরাপত্তারক্ষী দলসহ এবং জামাতের অন্যান্য পদাধিকারীগণ হুযুর আনোয়ারকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন।

প্রায় দেড় ঘন্টা পর সন্ধ্যা আটটায় মসজিদ ফজল লন্ডনে হুযুর পদার্পণ করেন,যেখানে জামাতের পুরুষ ও মহিলারা হুযুরকে 'ধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানায়।

হুযুর আনোয়ার হাত তুলে সকলকে আসসালামো আলাইকুম বলে নিজের বাসভবনের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন।

এইরূপে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর বরকতময় সফর আল্লাহ্‌র অশেষ কৃপারাজি সঞ্চয়ের মাধ্যমে সুসম্পন্ন হল। আলহামদোল্লিাহ্ আলা যালিক।

[সৌজন্যে: বদর (উর্দু), ১০ই সেপ্টেম্ব, ২০১৫]

২০১৪ (সেপ্টেম্বর) সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর আয়ারল্যান্ড সফর

২১ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৪

আজকের দিনটি জামাতে আহমদীয়ার ইতিহাসে, বিশেষ করে আয়ারল্যান্ডের জামাতের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আশিসময় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

আজ হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) খৃষ্টবাদের পৃষ্ঠভূমি আয়ারল্যাণ্ডে পদার্পণ করলেন, যেখানে বর্তমানে এক হাজার পাঁচশ পঞ্চান্নটি উপাসনাগার রয়েছে। এক-অদ্বিতীয় খোদার ইবাদতের জন্য নির্মিত জামাতে আহমদীয়ার প্রথম মসজিদ 'মসজিদ মরিয়ম' -এর উদ্বোধন, এবং সে দেশের অধিবাসীদের এক-অদ্বিতীয় খোদার দিকে আহ্বান করতে ও ইসলামের প্রকৃত ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষার বাণী পোঁছে দিতে এটি ছিল হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর দ্বিতীয় সফর।

এরপূর্বে তিনি ২০১০ সালের ১৪ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর তারিখ পর্যন্ত আয়ারল্যাণ্ডের সফর করেছিলেন। সেই সফরেই ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে শুক্রবার এই মসজিদের ভিত রচিত হয়েছিল।

আজ এই সফরের জন্য হুযুর আনোয়ার (আই.) পৌনে তিনটের সময় নিজ বাসভবন থেকে বের হন। হুযুর আনোয়ারকে বিদায় জানাতে জামাতের সদস্যরা মসজিদ ফযল এর বাইরের আঙিনায় একত্রিত ছিলেন। হুযুর আনোয়ার দোয়া করানোর পর ব্রিটেনের সমুদ্র বন্দর হলিহেডের উদ্দেশ্যে রওনা হন। লন্ডন থেকে এই বন্দরের দূরত্ব তিনশ মাইল। সমুদ্র তীরে অবস্থিত হলিহেড শহরটি বেলিজ প্রদেশের এঙ্গেলসি কাউন্টির বৃহত্তম শহর। ঐতিহ্যময় এই শহর ও বন্দরটি থেকে প্রায় চার হাজার বছর ধরে আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন পর্যন্ত সমুদ্র পথটি বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই কারণে হলিহেড এর বন্দরটিকে আইরিশ সমুদ্রবন্দরও বলা হয়ে থাকে। প্রায় ৫ ঘন্টা ২০ মিনিট সফরের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) হলিহেড পোঁছন। আজ রাত্রিতে থাকার ব্যবস্থা হয় শহরের ব্ল্যাকথর্ন ফার্মের একটি বসবাসযোগ্য এপার্টমেন্টে। এপার্টমেন্টের একটি অংশে মগরিব ও ইশার নামাযের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ৮:৩৫ টায় হুযুর আনোয়ার (আই.) মগরিব ও ইশার নামায পড়ান। অতঃপর খুদ্দামদের সঙ্গে কথা বলেন, যারা মাঞ্চেস্টার এবং লিভারপুল থেকে এখানে ডিউটির জন্য এসেছিলেন।

সমুদ্র তীরে অবস্থিত এই ব্ল্যাকথর্ন ফার্ম এর এলাকাটি একটি ক্যাম্পিং এরিয়াও বটে। সেই খুদ্দামরাও একটি বড় তাঁবু স্থাপন করে রেখেছিল। হুযুর আনোয়ার তাঁবুটি নিরীক্ষণ করেন এবং ব্যবস্থাপকদের সঙ্গে এলাকাটির বিষয়ে জানতে চান।

এরপর আঞ্চলিক আমীর সাহেব (নর্থ ওয়েস্ট) এবং নর্থ বেলিজ এর সদর জামাত হুযুর আনোয়ারের সমীপে নিবেদন করেন যে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায নর্থ বেলিজ জামাত মসজিদ নির্মাণের জন্য একটি ভবন ক্রয় করেছে। হুযুর আনোয়ার যখন মাঞ্চেস্টারে মসজিদ দারুল আমান এর উদ্বোধনের পর ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি নর্থ বেলিজ এর বাসিন্দা কাযি নাসির আহমদ ভাট্টি সাহেবকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, এখন আপনিও ফিরে গিয়ে মসজিদের ব্যবস্থা করুন। হুযুর আনোয়ার এই ইচ্ছে ব্যক্ত করেছিলেন যে, আয়ারল্যান্ড যাওয়ার পথে আপনার ওখানে যাব। স্থানীয় জামাত হুযুর আনোয়ারের নির্দেশ শিরোধার্য করে ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মসজিদের জন্য জমি কেনে। যাতে হুযুর আনোয়ার বলেন, ইনশাআল্লাহ্ আয়ারল্যান্ড থেকে ফিরে আসার পথে তা দেখে নিব।

২২ শে সেপ্টেম্বর (২০১৪), সোমবার

এখান থেকে বন্দরের জন্য রওনা হওয়ার পরিকল্পনা ছিল। বন্দরটি কয়েক মিনিট দূরত্বে অবস্থিত। ১২:১০টায় হুযুর আনোয়ার এপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এসে কর্তব্যরত খুদ্দামদের সঙ্গে করমর্দন করেন, অতঃপর দোয়া করার পর সেখান থেকে রওনা হন।

১২:৫০ মিনিটে হলিহেড পোর্টে তিনি পোঁছে যান, যেখানে ভি.আই.পি প্রোটোকল অনুসারে যাত্রীদলের অগ্রভাগে একটি গাড়ি পথ দেখিয়ে হুযুর আনোয়ার (আই.) কে ফেরির ভিতরে নিয়ে যায়। এভাবে হুযুরের যাত্রীদলের সব গাড়িগুলি এই আইরিশ ফেরিতে সওয়ার হয়। জাহাজের বিশেষ প্রোটোকল স্টাফ হুযুর আনোয়ারকে স্বাগত জানান আর তাঁকে এক বিশেষ এপার্টমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়।

এগারো তল বিশিষ্ট এই সমুদ্র জাহাযটি যথাসময়ে ২:১০টায় ব্রিটেনের বন্দর হলিহেড থেকে আয়ারল্যাণ্ডের বন্দর ডাবলিনের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। জাহাযের মধ্যেই একটি কামরা নিয়ে নামাযের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। হুযুর আনোয়ার সেখানে যোহর ও আসরের নামায পড়ান।

সকালে যখন ফেরিটি আয়ারল্যাণ্ড থেকে ব্রিটেনের দিকে আসছিল, তখন আয়ারল্যাণ্ডের জামাত তাদের দুই সদস্য- মালিক মনসুর আহমদ (ন্যাশনাল সেক্রেটারী মাল) এবং আসাদ ইফতেখার সাহেব (মুহতামিম মাল, খুদ্দামুল আহমদীয়া) কে পাঠিয়েছিল, যাতে ফেরি থেকে বেরনোর পর ডাবলিন শহর পর্যন্ত যে যাত্রাপথ আছে, সে সংক্রান্ত কিছু পরিকল্পনা ফেরির মধ্যে তৈরী করে নেওয়া যায় আর হুযুরের গাড়ি ফেরি থেকে বের হতেই এসকোর্ট করতে পারে। এই দুই সদস্যও হুযুরের সফর সঙ্গী ছিলেন।

প্রায় তিন ঘন্টা কুড়ি মিনিট সফরের পর ফেরি আয়ারল্যাণ্ডের বন্দরে এসে পোঁছয় আর বিশেষ প্রোটোকলের অধীনে হুযুরের যাত্রীদলের গাড়িগুলি সর্বপ্রথম জাহায থেকে নেমে আসে এবং ডাবলিন শহরের দিকে যাত্রা শুরু হয়।

বন্দর থেকে রওনা হওয়ার পর ৬:২০টায় হুযুর আনোয়ার (আই.) ক্যাসেলনক হোটেলে পদার্পন করেন। এই হোটেলটি ডাবলিন শহরের ক্যাসেলনক এলাকায় পড়ে। ডাবলিনে থাকাকালীন হুযুর আনোয়ার (আই.) এবং দলের সদস্যদের থাকার ব্যবস্থা এই হোটেলেই করা হয়েছিল।

.....

আয়ারল্যাণ্ড ইউরোপ মহাদেশের একেবারে উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অতলান্তিক মহাসাগরে অবস্থিত একটি দ্বীপরাষ্ট্র। ৭০২৭৩ বর্গকিমি বিস্তৃত এই দেশের চারটি প্রদেশ এবং ২৬টি কাউন্টি রয়েছে আর এখানকার জনসংখ্যা ৪৫ লক্ষ, যার ৯৫ শতাংশই রোমান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী আর বাকি ৫ শতাংশ অন্যান্য ধর্মের ও জাতির মানুষ বাস করেন।

ইংরেজরা দ্বাদশ শতকে আয়ারল্যাণ্ড দখল করে। অবশেষে এক দীর্ঘ সংগ্রামের পর ১৯২১ সালে আয়ারল্যান্ড ইংরেজদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু দ্বীপের এক-ষষ্ঠাংশের উপরও ব্রিটেনের কর্তৃত্ব রয়েছে, যেটিকে উত্তর আয়ারল্যান্ড বলা হয় আর এখানকার রাজধানী শহর হল বেলফাস্ট।

ঘন সবুজ পাহাড়, চিত্তাকর্ষক ঝর্ণা ও হ্রদ এবং পৃথিবীর সুন্দরতম সমুদ্র সৈকতের দেশ আয়ারল্যান্ড পর্যটন ক্ষেত্রে জগত জোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে। এখানে প্রবাহমান শ্যানন নদীটি দেশের দীর্ঘতম যার দৈর্ঘ ৩৭০ কিমি। উত্তর পশ্চিম প্রান্ত থেকে উৎপত্তি লাভ করে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে গিয়ে মিলিত হয়েছে। উইকলোক লিফি নামে অপর নদীটি পার্বত্য পথে প্রবাহিত হয়ে উত্তর পশ্চিম প্রান্ত থেকে ১২১ কিমি দূরত্ব রেখে ডাবলিন শহরের বুক চিরে আইরিশ সাগরে গিয়ে মিশেছে।

আয়ারল্যাণ্ডে যথারীতি জামাত ও মিশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে কিছু পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত আহমদী এখানে এসে বসবাস শুরু করে। সর্বপ্রথম মহম্মদ হানীফ ইবনে মুকাররম চৌধরী মহম্মদ শরীফ সারহিন্দী ১৯৭৬ সালে চাকুরী সূত্রে এখানে এসে গালওয়ে শহরে বসবাস শুরু করেন। পরে বিভিন্ন সময়ে আরও অনেক আহমদী সদস্য আয়ারল্যাণ্ডে এসে বিভিন্ন শহরে থাকতে শুরু করেছেন।

মিশন প্রতিষ্ঠার নিরীক্ষণে জন্য সর্বপ্রথম যে দলটি এসেছিল তারা হলেন নাসীম আহমদ বাজওয়া সাহেব মুবাল্লিগ (ইউকে) এবং মাননীয় হিদায়তুল্লাহ্ বাঙ্গুয়ী সাহেব মরহুম (জেনেরাল সেক্রেটারী, যুক্তরাজ্য)। ১৯৮৩ সালে তাদেরকে আয়ারল্যান্ড প্রেরণ করা হয়। তাঁরা ডাবলিন এবং গালোয়ে উভয় শহর পরিদর্শন করেন এবং মিশন স্থাপনের জন্য জরিপ করেন।

এখানে মিশন স্থাপনের চেষ্টা অব্যাহত আছে। মাননীয় কলীম আহমদ সাহেব এবং তাঁর ছেলে নদীম আহমদ সাহেব ওয়াকফীনে আরযীর প্রথম প্রথম দল ১৯৮৫ সালের ১২ ই আগস্ট লন্ডন থেকে আয়ারল্যাণ্ডের উদ্দেশ্যে রওনা হন। তাঁরা ডাবলিন এবং গালওয়ে শহরের ইউনিভার্সিটি এবং কলেজ পরিদর্শন করে শিক্ষিত শ্রেণীদের কাছে জামাতের পরিচিত তুলে ধরেন। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন, একাধিক পত্রিকায় তাঁর সাক্ষাতকার প্রকাশিত হয়।

মাননীয় রশীদ আহমদ রাশিদ সাহেব প্রথম মুবাল্লিগ হিসেবে ১৯৮৮ সালের ১৫ই আগস্ট লন্ডন থেকে আয়ারল্যান্ডে আসেন আর শুরুর দিকে তিনি মহম্মদ হানীফ সাহেব, সদর জামাত আয়ারল্যাণ্ডের বাড়িতে অবস্থান করে জুমা ও অন্যান্য বা-জামাত নামাযের ব্যবস্থা করেন। আর মরকযের নির্দেশ অনুসারে মিশন হাউসের জন্য ঘর সন্ধান করতে শুরু করেন। গ্যালওয়ে-তে ৩২ হাজার পাউন্ড মূল্যে একটি বাড়ি কেনা হয় এবং ১৮৮৯ সালের ২৬ শে জানুয়ারী মুবাল্লিগ সিলসিলা নতুন মিশনে স্থানান্তরিত হন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)১৯৮৯ সালের ২৯-৩১ শে মার্চ আয়ারল্যাণ্ড সফর করেন। ৩১ শে মার্চ হুযুর (রাহে.) মিশনে জুমার নামায পড়ান এবং আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করার ঘোষণা করেন। উক্ত জুমআর নামাযে মোট ২৯ জন নামাযী অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেদিনই সন্ধ্যায় গ্রেট সাউদার্ন হোটেলে একটি নিশিভোজের আয়োজন করা হয় যেখানে গালওয়ের মেয়র সহ ৪৮জন বিশিষ্ট অতিথি অংশগ্রহণ করেন। পরে সংবাদ মাধ্যম হুযুরের সাক্ষাতকার গ্রহণ করে যা পরবর্তীতে প্রকাশিত হয়।

.....

আয়ারল্যাণ্ডে যথারীতি জামাতের মিশন প্রতিষ্ঠিত হল যখন, সেই সময় জামাতের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ১৬ জন। আর আল্লাহ্‌র কৃপায় এখন আয়ারল্যাণ্ডের জামাতের সদস্য সংখ্যা ৩৮৪ তে পোঁছে গিয়েছে। দেশের বিভিন্ন শহর যেমন- লিমরিক, ডাবনি, কর্ক, দ্রোঘেডা, এথলোন, গালওয়ে এবং পোর্টিলোজে জামাতের সদস্যরা বাস করছে। আর এখানকার জামাত অত্যন্ত সংসংগঠিত, দৃঢ় এব সক্রিয় হিসেবে পরিচিত, আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রেও বিশেষ স্থান অধিকার আছে। জামাতটি ২০১০ সালে ডাবলিন শহরে দুই লক্ষ আশি হাজার ইউরো মূল্যে একটি ইমারত ক্রয় করেছে মিশন হাউস হিসেবে। এই ইমারতের নীচের অংশটি নামাযের জন্য ব্যবহৃত হয় আর সংলগ্ন বাড়িটি ভাড়ায় নেওয়া হয়েছে যা লাজনাদের নামায সেন্টার এবং অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। হুযুর আনোয়ার তাঁর গত সফরে জামাতের এই সেন্টারের নাম বায়তুল আহাদ রেখেছিলেন।

এখন আয়ারল্যান্ড জামাত আরও বেশি আর্থিক ত্যাগস্বীকার করে গালওয়েতে জামাতের প্রথম মসজিদ 'মসজিদ মরিয়ম' নির্মাণ করার তৌফিক লাভ করেছে। আলহামদোলিল্লাহ॥

যদিও ১৯৮৬ সালেই আয়ারল্যান্ড জামাতের প্রতিষ্ঠা হয়েছে আর মিশন হাউস, জামাতী সেন্টার ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু এর পূর্বে ১৯২৬ সালে এক আইরিশ মহিলা আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক লাভ করেছিলেন। সেই ভদ্রমহিলার নাম ছিল ক্যাথেলিন। তিনি হযরত মৌলানা হযরত আব্দুর রহমান দরদ সাহেব (রা.)-এর তবলীগে আহমদী হয়েছিলেন। ১২ বছর বয়সে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) এর হাতে বয়আত করেছিলেন এবং কিছু কাল হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.)-এর বাড়িতেও ছিলেন। হুযুর (রা.) তাঁর নাম রেখেছিলেন হানিফা বেগম। তিনি কুরআন করীম পড়া শিখেছিলেন হযরত পীর মহম্মদ মঞ্জুর সাহেবের কাছে। পরে সেই মহিলার বিয়ে হয় সৈয়্যদ আব্দুর রাজ্জাক শাহ সাহেবের সঙ্গে । তিনি হযরত সৈয়্যদা উম্মে তাহির -এ ভাবি ছিলেন। হানীফ বেগম সাহেবা এগারো বছর পর্যন্ত তাঁর স্বামীর সঙ্গে কেনিয়ায় ছিলেন। পরে দীর্ঘকাল কাদিয়ানে অতিবাহিত করেছেন এবং স্বামীর সঙ্গেই সিন্ধ প্রদেশের আহমদাবাদে স্থানান্তরিত হন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) যখনই আহমদাবাদ আসতেন, তাঁর ঘরেই প্রাতরাশ সারতেন, এমনকি ফিরে যাওয়ার সময় সংবাদ পাঠাতেন যে সকালে ট্রেন টাহালি স্টেশনে দাঁড়াবে, সেখানে যেন প্রাতরাশ পেয়ে যাই। তিনি গরম গরম নাস্তা তৈরী করে স্টেশনে পাঠিয়ে দিতেন, ট্রেন পোঁছা মাত্রই তিনি তা হাতে পেয়ে যেতেন। হুযুর যারপরনায় আনন্দিত হতেন এবং কৃতজ্ঞতা জানাতেন।

তিনি আহমদাবাদে থাকাকালীন টায়ফয়েডে আক্রান্ত হন, সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় এবং সমাহিত হন।

ক্যাথোলিক হওয়ার কারণে এখানে আয়ারল্যাণ্ডের মানুষ খৃষ্টধর্মের বিষয়ে অত্যন্ত রক্ষণশীল। কথিত আছে, আয়ারল্যাণ্ডে ক্যাথোলিযম ভ্যাটিকান সিটি (পোপের বাসস্থান এবং খৃষ্টবাদের কেন্দ্র)-এর থেকে বেশি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌ তা'লার কৃপায় হানিফা বেগম মরহুমা ছাড়াও আরও কিছু সৎ প্রকৃতির আইরিশ বাসিন্দা আহমদীয়াতের নুরে নুরান্বিত হয়েছেন।

আইরিশ জাতির দ্বিতীয় বয়াত গ্রহণকারীও একজন মহিলা ছিলেন। সেই মহিলার নাম ছিল প্যাট্রিসিয়া কয়। তিনি ১৯৬৫ সালে আহমদীয়াত গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। মরিশাসের আব্দুল গনি নামে এক আহমদীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

১৯৬৭ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.)-এর ব্রিটেন সফরের সময় ভদ্রমহিলা যখন হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করেন, তখন তাঁর জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল; ঈমান ও নিষ্ঠায় উন্নতি সাধন করেছিলেন আর দীর্ঘ সময় মরিসাস জামাতের সদর লাজনা হিসেবে সেবারত থেকেছেন। তিনি যুক্তরাজ্যে ফ্রেঞ্চ ডেস্কের ইনচার্জ আব্দুল গনি জাহাঙ্গীর সাহেবের মা। তিনি মসজিদ মরিয়মের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে আসছেন।

আইরিশ জাতি থেকে আহমদীয়াত গ্রহণকারীদের মধ্য থেকে আরও এক ব্যক্তি হলেন মাননীয় ইব্রাহিম নোনন সাহেব, যিনি বর্তমানে আয়ারল্যাণ্ডে মুবাল্লিগ হিসেবে কর্মরত আছেন। যুক্তরাজ্যেও তিনি মুবাল্লিগ হিসেবে কাজ করেছেন এবং সেখানে সদর খুদ্দামুল আহমদীয়াও ছিলেন। তিনি ১৯৯১ সালে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

আল্লাহ্‌ তা'লার কৃপায় এই মুহূর্তে আইরিশ আহমদীদের সংখ্যা দশের বেশি আর তারা সকলেই নিষ্ঠা এবং সেবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এগিয়ে চলেছে।

এখনও বেশ কিছু আইরিশ যুবকদের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে, তাদেরকে তবলীগ করা হয়েছে, তারা জামাতের কাছাকাছি আসছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) এ দেশে দ্বিতীয়বার পদার্পণ করলেন। এখন ইনশাআল্লাহ্‌ এদেশেও সফলতা ও বিজয়ের নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে আর জামাত আহমদীয়া আয়ারল্যাণ্ড উন্নতির এক নতুন যুগে প্রবেশ করবে এবং পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসমূহের ন্যায় আইরিশ জাতিও হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর নির্ঝর থেকে পরিতৃপ্ত হবে।

২৪ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৪

পার্লামেন্ট হাউসে স্পীকার এবং পার্লামেন্ট সদস্যদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাত

১০:২০টায় হুযুর আনোয়ার হোটেলের বাইরে আসেন এবং পার্লামেন্ট হাউসের উদ্দেশ্যে রওনা হন। সরকারের পক্ষ থেকে হুযুর আনোয়ারকে পূর্ণাঙ্গ প্রোটোকল দেওয়া হয়েছিল। পুলিশের চারটি মোটর সাইকেল হুযুর আনোয়ার ও তাঁর সঙ্গীদেরকে এসকর্ট করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রথমেই হোটেলে পোঁছে গিয়েছিল। যাত্রা শুরুর পূর্বে এক পুলিশ অফিসার গাড়ি চালকদেরকে বিশেষ নির্দেশ দেন যে, কোন দিকে যেতে হবে আর তাদের জানিয়ে দেন যে রাস্তায় কোথাও রেড সিগন্যাল বা রাউন্ড এবাউটে যেন না থামে, বরং ক্রমাগত এগিয়ে যায়। পুলিশ নিজে সমস্ত চৌরাস্তা এবং অন্যান্য স্থানে রাস্তা যানজট মুক্ত রাখবে। সেই অনুসারে পুলিশ এসকর্ট করে নিয়ে যায় আর রাস্তাও যানজট মুক্ত রাখে। এগারোটা সময় হুযুর আনোয়ার পার্লামেন্ট হাউসে পোঁছন।

প্রোটোকল অফিসার ক্যাপ্টেন জন ফ্লাহের্টি পার্লামেন্ট হাউসের বাইরে এসে হুযুর আনোয়ার অভিবাদন জানান এবং হুযুরকে সঙ্গে করে পার্লামেন্ট হাউসের ভিতরে নিয়ে যান।

ন্যাশনাল এসেম্বলির স্পীকার সম্মানীয় সীন ব্যারেট হুযুরের জন্য অপেক্ষারত ছিলেন। তিনি হুযুর আনোয়ারকে অত্যন্ত উষ্ণ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, এখানে আয়ারল্যান্ডে জামাত আহমদীয়ার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে আর আমি আপনাদের সম্প্রদায়ের কাজকর্মকে সমাদরের দৃষ্টিতে দেখি। আপনাদের কমিউনিটি ছোট হলেও অত্যন্ত সক্রিয় এবং তৎপর থাকে। আমি আপনাদের জলসা সালনাতেও অংশগ্রহণ করেছি আর জামাতের

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 6 Thursday, 6 May, 2021 Issue No.18

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

খুতবার শেষাংশ.....

বিশ্ববাসীর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে, সেগুলোকে প্রকাশ করি এবং সেই আধ্যাত্মিকতা, যা প্রবৃত্তির অমানিশায় চাপা পড়ে গেছে, সেটির দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করি, আর খোদার শক্তিসমূহ, যা মানুষের মাঝে প্রবিষ্ট হয়ে খোদানুরাগ বা দোয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পায়, সেটির অবস্থা কেবল কথায় নয়, বরং কাজের মাধ্যমেও তুলে ধরি। এছাড়া সবচেয়ে বড় বিষয় হলো সেই বিশুদ্ধ ও দ্যুতিময় তৌহীদ, যা সকল প্রকার শিরকের অপবিত্রতা থেকে মুক্ত আর যা এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, সেটির চারা যেন জাতির মাঝে পুনরায় রোপন করি। এই সবকিছু আমার শক্তিতে হবে না, বরং সেই খোদার শক্তিবলে হবে যিনি আকাশ ও পৃথিবীর খোদা। আমি দেখছি, একদিকে আল্লাহ্ তা'লা নিজ হস্তে আমার তরবিয়ত করে এবং নিজ ওহীর মাধ্যমে আমাকে সম্মানিত করে আমার হৃদয়ে সেই উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছেন যেন আমি এধরনের সংশোধনের জন্য দণ্ডায়মান হয়ে যাই। অপরদিকে তিনি এমন হৃদয়ও সৃষ্টি করেছেন যারা আমার কথা মানার জন্য সদা প্রস্তুত। আমি দেখছি যে, যখন থেকে খোদা আমাকে প্র ত্যাদিষ্ট করে প্রেরণ করেছেন তখন থেকেই পৃথিবীতে এক মহাবিপ্লব সাধিত হচ্ছে। ইউরোপ এবং আমেরিকায় যেসব লোক হযরত ঈসা (আ.)-এর ঈশ্বরত্বে আসক্ত ছিল তাদের পণ্ডিতরাই আজ নিজে থেকে এই বিশ্বাস পরিত্যাগ করছে। এখন তো অসংখ্য লোক এমন রয়েছে যারা এসব বিশ্বাস অস্বীকার করে। এছাড়া যে জাতি পিতাপিতামহের যুগ থেকে বিভিন্ন প্রতিমা এবং দেবদেবীর অন্ধভক্ত ছিল, তাদের অনেকেই (এখন) একথা বুঝতে পেরেছে যে, প্রতিমা অন্তঃসারশূন্য। যদিও এখনও তারা আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে অজ্ঞ এবং কেবল গুটিকতক শব্দকে প্রথাগতভাবে পুঁজি করে বসে আছে। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, শতসহস্র অর্থহীন কুপ্রথা, বিদাত ও শিরকের রশি তাদের গলা থেকে খুলে ফেলে একত্ববাদের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। আমি আশাকরি, কয়েক বছর পরই ঐশী অনুগ্রহ তাদের অনেককেই নিজের এক বিশেষ হস্ত দ্বারা ধাক্কা দিয়ে সত্য ও পরিপূর্ণ একত্ববাদের এই নিরাপদ আবাসে প্রবেশ করিয়ে দিবে, যার মাধ্যমে পরিপূর্ণ প্রেম, (খোদা)ভীতি ও তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করা হয়। আমার এই আশাবাদ কেবল ধারণাপ্রসূত নয়, বরং খোদার পবিত্র ওহীর মাধ্যমে আমি এই সুসংবাদ পেয়েছি। আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞা এ দেশে উক্ত কাজ সম্পাদন করেছে, যেন অচিরেই বিভিন্ন জাতিকে এক জাতিতে পরিণত করে শান্তি ও সম্প্রীতির যুগ নিয়ে আসেন। এই ভিন্নভিন্ন জাতিসত্তা কোন একদিন এক জাতিতে পরিণত হবে- এই বাতাসের সুবাস প্রত্যেকেই পাচ্ছে।"

(লেকচার লাহোর, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ১৮০-১৮১)

পৃথিবীতে বসবাসরত সকল মানুষ, বিশেষ করে মুসলমানরা যেন এই সত্যকে উপলব্ধি করে, তাঁর দাবিসমূহ বুঝতে পারে এবং শিঘ্রই যেন তারা সেই মসীহ্ ও মাহ্দীর বয়আত করে যাকে আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের পুনরুজ্জীবনের জন্য পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। আমাদেরকেও আল্লাহ্ তা'লা বয়আতের দাবি পূরণের তৌফিক দিন - আল্লাহ্ তা'লার কাছে আমার এ দোয়াই থাকবে।

পাকিস্তান এবং আলজেরিয়ার আহমদীদের জন্য আমি পুনরায় দোয়ার আহ্বান করছি। সেখানে পরিস্থিতি আবার অধঃপতিত হচ্ছে, কিংবা অস্থিরতা চলতেই থাকে। আমরা এটি বলতে পারি না যে, সেখানে পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করছে। পাকিস্তানেও নিত্যদিনই কোন না কোন ঘটনা ঘটে যায়। অনুরূপভাবে আলজেরিয়ার সরকারী কর্মকর্তাদের চিন্তাধারা ভালো মনে হচ্ছে না। পুনরায় তারা মামলা চালু করতে চায়। পাকিস্তান, আলজেরিয়া এবং সর্বোপরি পৃথিবীর সকল দেশে, যেখানেই কোন আহমদী কষ্টে আছে, এমন প্রত্যেক আহমদীকেই আল্লাহ্ তা'লা নিরাপদে রাখুন। কিন্তু একই সাথে আহমদীদেরকেও এদিকে মনোনিবেশ করতে হবে যে, তারা যেন পূর্বের তুলনায় আরো বেশি খোদা তা'লার প্রতি বিনত হয়, নিজেদের ইবাদতসমূহ সঠিকভাবে পালন করে এবং বান্দার অধিকারও প্রদান করে আর তারা যেন নিজেদের অবস্থার উন্নতি সাধন করে এবং আল্লাহ্‌র সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দিন। (আমীন)

****

মোটো 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে- দ্বারা আমি প্রভাবিত।

তিনি বলেন, এর পূর্বে তিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন। আফ্রিকার দেশ রাওয়ান্ডা সফর করেছেন, এবং এই প্রসঙ্গে তিনি আফ্রিকার আরও কিছু দেশের সমস্যাবলীর কথা উল্লেখ করেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি নিজেও আফ্রিকায় থেকেছি। আট বছর ঘানায় থেকেছি। হুযুর জামাতের উন্নয়নমূলক কাজের উল্লেখ করে বলেন, আফ্রিকাতে জামাত বহু স্কুল ও হাসপাতাল নির্মাণ করেছে, দারিদ্রক্লীষ্ট ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা এবং বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছে। অনুরূপভাবে আফ্রিকার দরিদ্রপীড়িত মনুষদের পানীয় জল ও বিদ্যুত সরবরাহ করার কাজও চলছে।

হুযুর আনোয়ার জামাতের জনকল্যাণমূলক কাজের কথা উল্লেখ করে বলেন, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে আমরা আদর্শ গ্রাম প্রকল্প চালু করেছি, যার অধীনে সেখানে পরিস্কার পানীয় জল ট্যাপের মাধ্যমে মানুষের কাছে পোঁছে দেওয়া হচ্ছে, সৌরশক্তি চালিত বিদ্যুত সরবরাহ করা হচ্ছে। মসজিদ এবং কমিউনিটি হল নির্মাণ করা হয়েছে। গ্রীন হাউস তৈরীর মাধ্যমে গ্রামের প্রয়োজন মত চাষাবাদ করা হচ্ছে। অনুরূপভাবে পেভ স্ট্রীটও তৈরী করা হয়েছে।

আমাদের সকল জনকল্যাণমূলক কাজ ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকের জন্য, সকলেই এর দ্বারা উপকৃত হয়। স্পীকার সাহেব বলেন, আমাদের কয়েকজন আইরিশ মিশনারীও আফ্রিকায় যায় সেখানে আমরাও কিছু স্কুল খুলেছি, স্কুল থেকে শিক্ষাপ্রাপ্তরা বিভিন্ন স্থানে কাজ করছে।

আয়ারল্যাণ্ডের সদর সাহেব সাক্ষাতের সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, জামাত আহমদীয়ার স্কুল আল্লাহ্‌র কৃপায় দেশের মধ্যে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছে। এই সব স্কুলে শিক্ষার্জনকারী ছাত্ররা সরকারের বিভিন্ন বিভাগে উচ্চপদে আসীন আছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমাদের স্কুলগুলিতে ধর্মীয় শিক্ষাও দেওয়া হয়ে থাকে, আর এক্ষেত্রে স্বাধীনতা আছে। একই ধর্মের শিক্ষা দেওয়া হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। প্রত্যেক ধর্মের ছাত্র নিজেদের ধর্মের শিক্ষা গ্রহণ করে। একথা শুনে স্পীকার সাহেব ভীষণ আশ্চর্য হন। তিনি বলেন, আমি মানবতার সেবায় বিশ্বাসী। হুযুর আনোয়ার বলেন, ইসলামের শিক্ষাও এটিই যে মানুষ যেন খোদাকে চেনে, খোদার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, প্রত্যেক মানুষ অপরের অধিকার প্রদানকারী হয় এবং একে অপরের প্রয়োজনের বিষয়ে যত্নবান হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ইসলাম অত্যন্ত শান্তির ধর্ম। কিন্তু চরমপন্থী মুসলমানেরা এবং সন্ত্রাসবাদীরা ইসলামের দুর্নাম বয়ে আনছে। যদিও সন্ত্রাসের সঙ্গে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। আর কোন ব্যক্তি বিশেষ বা সংগঠনের ভুলের কারণে পুরো ধর্মটাকেই দোষারোপ করা অন্যায়।

এর উত্তরে স্পীকার সাহেব বলেন, অনেক স্থানে খৃষ্টানদের পক্ষ থেকেও অত্যাচার হচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে যে অন্যায় হচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে তাদের ধর্ম প্রসঙ্গ কেউ টেনে আনে না, কেউ বলে না যে খৃষ্টানরা একাজ করেছে। কিন্তু যদি মুসলমান একাজ করে, তখন ইসলামকে দোষারোপ করা হয়।

সাক্ষাতের সময় আরও বিভিন্ন বিষয়, সমস্যাবলীর বিষয়েও আলোচনা হয় এবং পরস্পর মত বিনিময় হয়। *(এরপর ২ পাতায়..)*

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমাদিগকে আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ধর্মগ্রন্থ তোমাদিগেক দান করা হইয়াছে তাহা যদি খৃষ্টানদিগকে দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত না। **(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২১)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir